

২ আগস্ট থেকে শুরু আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো আগামী ২ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ কর্মসূচি। রাজ্যজুড়ে তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জেরকদমে। নবাবের তরফে গোটা কর্মসূচির স্ট্যান্ডার্ড অপারোটিং প্রসিডিওর (এসওপি) প্রকাশ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ২ আগস্ট থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। পূজোর দিন এবং সরকারি ছুটির দিনগুলো বাদ দিয়ে জেলার প্রতিটি ব্লকে, গ্রামে বা শহরাঞ্চলে শিবির করে স্থানীয় সমস্যার খতিয়ান তুলে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, ঠিক কী কী করা যাবে, আর কী করা যাবে না।

প্রশাসনের ব্যাখ্যা, কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য কম খরচে দ্রুত ফলাফল কাজ করা। যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হন। গোটা কর্মসূচি সুলভভাবে পরিচালনা করার জন্য রাজ্য থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটি এবং টাস্ক ফোর্স গঠন করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে সব দপ্তরের সচিব, কলকাতা পুরসভার কর্মশালারকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে স্টেট লেভেল অ্যাপেল্ল কমিটি। ১৩ জন আইএসএস ও বিসিএস আধিকারিক নিয়ে গঠিত হয়েছে রাজ্যস্তরের টাস্ক ফোর্স। এবং জেলার জন্য জেলাশাসকের নেতৃত্বে জেলাস্তরের টাস্ক ফোর্সও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

নবায়ন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, টিনেট করে বুথ নিয়ে একটা স্টেশন করা হবে। সমস্যা শোনার পর সেই কাজ করা হবে। সব কাজ হবে অনলাইন মাধ্যমে, স্বচ্ছতা মেনে। মানুষ নিজের সমস্যা নিজে জানাতে পারবেন।

যেহেতু রাজ্যে প্রায় ৮০ হাজারের বেশি বুথ রয়েছে তাই ২৭ হাজার ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সাতা থেকে তুলে আনা সমস্যা সমাধানের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। ১৫ জুলায়ার মধ্যে সব কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসওপি অনুযায়ী, মূলত ১৫ ধরনের কাজ করা যাবে। প্রথম ধরনের কাজ হবে উদ্ভিদ-বন্যায়, জলের ট্যাক্স বসানো, রাস্তায় আলো বসানো, কমিউনিটি সেন্টার তৈরি, অলম-গোড়ি কেন্দ্রের ছাদ মেরামত, জেলার মাঠ নির্মাণ, বাড়িঘরির ওয়াল তৈরি, বাজার বা বাসস্টপে আলো ও উদ্ভিদ বসানো। এই তালিকার রয়েছে এমন সব কাজ যা স্থানীয় মানুষের প্রতিদেয়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত এবং তুলনায় কম সময়ে কম খরচে সম্পন্ন করা যায়।

হরিদ্বারে মনসা দেবী মন্দিরে পদপিষ্টে মৃত ৭

২৭ জুলাইঃ ফের ধর্মহত্যানে আবাবস্থা। এবার হরিদ্বারের মনসা দেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু। আহত আরও ২৮ জন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মণ্ডিরদের সিঁড়িতে ওঠার সময় হঠাৎ হুটখুট শব্দের আতঙ্ক ছড়ায়। তাতেই হুটখুট শুরু হয়ে যায়। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ৭ জনের।

শ্রাবণ মাসে সচরাচর হরিদ্বারের মন্দিরগুলিতে অন্য সময়ের তুলনায় বেশি ভিড় হয়। কানওয়ার যাত্রীদের ভিড় সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। রবিবার সকালে মনসা দেবীর মন্দিরেও অস্বাভাবিক ভিড় ছিল। মন্দিরটি আবার খানিকটা উঁচু পাথরে অবস্থিত। তাতে উঠতে হয় সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়িতে অসংখ্য পুণ্যার্থী একসঙ্গে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। সেসময় সিঁড়িতে ইলেকট্রিক শব্দের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হুটখুট পড়ে যায়। তাতেই পদপিষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঘটনাস্থলেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও বেশ কয়েকজন আহত। পুলিশ উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এনডিআরএফের উদ্ধারকারী দল। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পুন্ডর সিং ধামি গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখছেন। স্থানীয় প্রশাসনকে দ্রুত উদ্ধারকাজের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেছেন। আহতদের চিকিৎসার ভার নিয়েছে রাজ্য সরকার।

ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতকে সুপারপাওয়ার বানাবে নতুন ক্রীড়ানীতি’, দাবি মোদির



নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ গ্রামের প্রান্তিক মানুষ, দরিদ্র এবং মেয়েদের খেলাধুলার অভিনিয় আনার লক্ষ্যেই নতুন ক্রীড়ানীতি তৈরি হচ্ছে। মন কি বাত অনুষ্ঠানে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি দাবি করলেন, নতুন জাতীয় ক্রীড়ানীতি খেলাধুলোকে গ্রামীণ এলাকা বাসিন্দাদের জীবনযাপনের অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতকে সুপারপাওয়ার হিসাবে তুলে ধরবে এই নতুন

ক্রীড়ানীতি। নিজের মাসিক রেডিও অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রাম, গরিব এবং আমাদের মেয়েরাই খেলো ভারত নীতিতে সবচেয়ে প্রাধান্য পাবেন। স্কুল এবং কলেজগুলি খেলাধুলোকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ বানিয়ে ফেলবে। মোদির দাবি, নতুন ক্রীড়া নীতিতে খেলা সম্পর্কিত স্টাটআপ গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেটা স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের হোক বা ক্রীড়া সরঞ্জাম উদ্যোগ সংস্থার স্টাট আপ হোক। এই সব স্টাট আপকে সাহায্য করবে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, বহু প্রান্তিক এলাকার আখিলিট তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সকলেই খেলো ভারত নীতির প্রশংসা করেছেন। এই নীতির উদ্দেশ্য স্পষ্ট, ভারতকে ক্রীড়াক্ষেত্রে সুপার পাওয়ার হিসাবে তুলে ধরা। সদাই ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের সার্বিক কাঠামো বদলের লক্ষ্যে বড়সড় পদক্ষেপ করেছে মোদি সরকার। জাতীয় ক্রীড়া নীতি ২০২৫-এ অনুমোদন দিয়েছে নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভা। ২০০১ সালের যে পুরনো ক্রীড়ানীতি ছিল, সেটাকে বাতিল করে নতুন রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এনএসপি ২০২৫-এর মূল লক্ষ্য ভারতকে বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গতে শক্তিশালী করে তোলা ও ২০৩৬-র অলিম্পিক-সহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা। মহিলা, উজ্জতি সম্প্রদায়, বিশেষভাবে সক্ষম ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসরদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হবে এই ক্রীড়ানীতির অধীনে।

মমতার চাপে নতিস্বীকার! আটক বাংলার ৩০ শ্রমিককে মুক্তি দিল হরিয়ানা সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ বাংলা ভাষায় কথা বলায় ‘ বলে সন্দেহ করে বাংলার শ্রমিকদের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখার মতো গুরুতর অভিযোগ আগেই উঠেছিল হরিয়ানা সরকারের বিরুদ্ধে। ওইসব পরিস্থিতি শ্রমিকদের নাগরিকত্বের নথি চেয়ে হরিয়ানা থেকে রাজ্য পুলিশের কাছে চিঠিও পাঠানো হয়েছিল। তা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় প্রতিবাদী পোস্ট করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর এমন ‘ বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। লাগাতার এগিয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে কার্যত তুলোখোনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সেই চাপের মুখেই এবার কার্যত নতি স্বীকার করল হরিয়ানা সরকার। সোশালকার ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে থাকা ৩০ জন, যাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়া হয়েছিল, তাঁদের এবার মুক্তি দেওয়া হল। তাঁরা গুরুপ্রাণ থেকে শিগগিরই মালদহে, বাড়ির উদ্দেশে রওনা হবেন বলে খবর।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচারের গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ এসেছে সম্প্রতি। বাংলা কথা বললেই ‘ বলে দেগো দিয়ে নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। শ্রেফ সন্দেহের বেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। এখানেই শেষ নয়, তাঁরা আলো বাংলার বাসিন্দা কিনা, তা জানতে নথিও চাওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের কাছে। এসব অভিযোগ পেয়ে ক্ষেপেতে ফুঁসে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা ‘ বাংলা ভাষার উপর সম্রদা’ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লাগাতার বিরোধিতা নিয়ে এবার কড়া জবাব দিয়েছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়ের সিং সাইনি। শনিবার এক্স হা্যান্ডল পোস্টে তাঁর পালাটা বক্তব্য, হরিয়ানা কিংবা দেশের কোথাও অনুপ্রবেশকারীদের চাই নেই। দেশের সুবক্ষার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। অথচ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ নিয়ে ‘ রাজনৈতিক প্রচার করছেন বলে অভিযোগ সাইনির। তবে সোশাল মিডিয়ায় যতই যুক্তি দেখান হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী, তা স্পষ্ট তাঁর সরকারের পদক্ষেপে। ইতিমধ্যে ধাপে ধাপে বাংলার শ্রমিকদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। গত দু’দিনে হরিয়ানা থেকে মালদহের চার্চল ও হরিশ্চন্দ্রপুরে ফিরেছেন মোট ১৫ জন। এবার মুক্তি পাওয়া বাকি শ্রমিকরাও ফিরবেন শিগগিরই।

দেবদেবীর কাছে পুশব্যাক করা উচিত মোদির, কটাক্ষ কল্যাণের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ বাংলা ভাষীদের উপর ভিনরাজ্যে অত্যাচার, বাংলাদেশে পুশব্যাকের অভিযোগ থিরে দেশজুড়ে শোরগোলের মাঝে প্রধানমন্ত্রীকে নজিরবিহীন কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘বায়েলজিক্যাল জন্ম’ নিয়ে মোদির নিজের দাবির কথা উল্লেখ করেই তাঁকে আক্রমণ শালালেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কল্যাণের কটাক্ষ, উনি নিজেই বলেছেন, ওর জন্ম বায়েলজিক্যাল নয়। ঈশ্বরের দূত উনি। যদি তাই হয়, তাহলে তো তিনি কোনও দেশের নাগরিক নন, অতিদ্রষ্টব্য জগতের বাসিন্দা! তাঁকে তো সেই দেবদেবীর জগতে পুশব্যাক করা উচিত। বিহার নির্বাচনের আগে মোডির SIR বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন, তা উত্তরোত্তর চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে বলে রবিবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে সাম্প্রতিক ‘ হেনস্তা’র প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের প্রতি একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, বাংলার যে বাসিন্দারা বহিরের রাজ্যে থাকেন, তারা কি কোনও অংশে কম বাঙালি? যদি ভোট প্রক্রিয়ায় কেউ অংশ না নেয়, সেটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই বলে কি তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে? আমার প্রাথমিক চিকানো দিল্লি। যদি দুরায়ে দুরায়ে সমীক্ষা হয়, তাহলে আমার বাড়িতে আমাকে না পেলে কি প্রমাণ হয় যে আমি নাগরিক নই? এরপরই জন্ম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির দাবির কথা উল্লেখ করে কটাক্ষ করেছেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ। গত বছর এক সাক্ষাৎকারে মোদি দাবি করেছিলেন, মা যতদিন বেঁচে ছিলেন আমার মনে হত, হয়তো জৈবিক প্রক্রিয়ায় আমার জন্ম হয়েছে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর নানা রকম অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি যে আমাকে পরমাত্মা পাটিয়েছেন। এত শক্তি দিয়েছেন, সদিচ্ছাও তিনি দিয়েছেন, প্রেরণাও তিনি দিয়েছেন। এই বক্তব্য হাতিয়ার করেই কল্যাণের খোঁচা, নরেন্দ্র মোদি নিজেই বলেছিলেন যে নরেন্দ্র মোদি বায়েলজিক্যাল সন নয়, স্পিরিচুয়াল সন। কারণ বায়েলজিক্যালি তাঁর জন্ম হয়নি। মা কালীরও বায়েলজিক্যালি জন্ম হয়নি, মা কালী কি ভারতীয় নাগরিক? নাকি শিব ভারতীয় নাগরিক? না শ্রীরাম ভারতীয়? যদি নরেন্দ্র মোদির বায়েলজিক্যাল জন্মই না হয়ে থাকে তাহলে নরেন্দ্র মোদিও ভারতীয় নাগরিক নন। কী করে ওঁর নাম ভোটার তালিকায় থাকে? তাঁকে পুশব্যাক করে দেবদেবীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

বাঙালি অস্মিতায় আঘাতের প্রতিবাদ! ভাষা আন্দোলনের সূচনায় বীরভূমে হাটবেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর,২৭ জুলাইঃ

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা

ভিন রাজ্যে বাংলা বললেই

বাংলাদেশি বলে দাগানো, শ্রমিকদের



ভাষাভাষীদের উপর হেনস্তা! বাংলাদেশে পুশব্যাকের অভিযোগ তপ্ত বঙ্গের রাজনীতি। বাঙালির অস্মিতার উপর আঘাতের প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূল সূত্রীয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বোলপুরের বোলপুরে প্রথম মিছিল করবেন তিনি। রবিবার রাতেই বীরভূমে পৌঁছবেন মমতা। সোমবার প্রশাসনিক ও দলীয় কর্মসূচি রয়েছে। তাঁরা২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন মমতা।

উপর নির্ধারিতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে তৃণমূল। সেই আন্দোলনের শুরু হবে বোলপুরের মাটি থেকে। এমনটাই জানিয়েছিলেন মমতা নিজেই। সেই মোতাবেকই বোলপুরের মাটি থেকেই নয়া আন্দোলনের বীজ বপন করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসন ও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমে প্রশাসনিক বৈঠকের পর লজ মোড় থেকে মিছিল শুরু হবে দুপুর দু টোয়া। সেই

মিছিল শান্তিনিকেতন রোড ধরে চৌরাস্তা পেরিয়ে শ্রীনিকেতন রোডে পেরিয়ে জামমুড়ি বাস স্ট্যান্ডে শেষ হবে। সেখানেই ভাষণ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও জানা গিয়েছে, এই মিছিল চলাকালীন রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল গান, আবৃত্তি করে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানাবে। বছর ঘুরলেই বাংলার বিধানসভা নির্বাচন। এবার ভোটের তৃণমূলের হাতিয়ার বাংলা অস্মিতার উপর আঘাত। এবার সেই অস্ট্রেই শান দিতে পথে নামছেন তিনি। মমতার সোমবারের প্রতিবাদই জেলায়, জেলায় ভাষা আন্দোলনের সুর বেঁধে দেবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দলীয় কর্মসূচি ছাড়াও, প্রশাসনিক একাধিক কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার দুপুর ১টাখ প্রশাসনিক সভা করবেন। উদ্বোধন করবেন জয়দেবে একটি সেতু। যাতে পূর্ব বর্ধমানের সঙ্গে বীরভূমের সড়ক পথে যোগাযোগ আরও দৃঢ় হবে। ৩৬ কিলোমিটার পথ কমে যাবে। এরপর ২৯ তারিখ ইলামবাজারে দুপুর একটা থেকে গিয়েছে, বীরভূমে প্রশাসনিক বৈঠকের পর লজ মোড় থেকে মিছিল শুরু হবে দুপুর দু টোয়া। সেই

নিবিড় সংশোধনের পরও ভোটার তালিকায় অস্বচ্ছতা, দাবি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ অবৈধ ভোটার বাছতে গিয়ে গা উজাড় হওয়ার জোগাড়! বিহারের ভোটের তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম! কিন্তু বিরোধীদের অভিযোগ, সংশোধিত যে তালিকা নির্বাচন কমিশন তৈরি করেছে, সেটাও ত্রুটিপূর্ণ। তাড়াছড়ার চক্রে বৃথ লেভেল অফিসাররা বহু নিয়ম বহির্ভূত কাজ করছেন। ফলে সংশোধিত ভোটার তালিকাও ত্রুটিপূর্ণ। বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ লেভেল অফিসাররা টার্গেট পূরণের জন্য ভোটারদের সঙ্গে কথা না বলেই ফর্ম পূরণ করে দিয়েছেন। অনেক ভোটারের নামে ফর্ম পূরণ হয়েছে, অথচ তিনি জানেন না। বহু মৃত ভোটারের নামেও এভাবেই ফর্ম ফিল আপ হয়েছে। ফলে ভুলে ভুলে ভোটার ধরার যে দায় কমিশন করেছে, সেটাও ভ্রান্ত।

প্রশ্নের মুখে মোদির আয়ুস্মান ভারত প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নের প্রকল্প। ঘটা করে গোটা দেশের সব নাগরিককে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার প্রচারও করেছেন তিনি নিজেই। অথচ সেই প্রকল্পেই চরম অব্যবস্থা। কেন্দ্রের আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে বকেয়ার পরিমাণ ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা! অন্তত চিকিৎসক সংগঠন আইএমএর তেমনটাই দাবি। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, গোটা দেশে এখন পর্যন্ত আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পে ১.২১ লক্ষ হেগাট টাকার বকেয়া মোটামুনি কেন্দ্র। অথচ এই বকেয়া মোটামুনির কথা ছিল চিকিৎসা হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে। বাস্তব বলছে, মোটে ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ১৫ দিনের মধ্যে

চিকিৎসার খরচ পাওয়া যাচ্ছে। বাকি টাকা পেতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে ৬৭ লক্ষ রোগীকে পরিষেবা দেওয়ার পরও টাকা পায়নি হাসপাতালগুলি। আইএমএ বলছে, কেন্দ্রের গরীবগণ ছাড়াও প্রকল্পে ফলেই বেসরকারি হাসপাতালগুলি এই প্রকল্পে আগ্রহ হারাচ্ছে। রিপোর্ট বলছে, প্রতি বছর আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পে নথিভুক্ত হাসপাতালের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমছে। সরকারের গা ছাড়া মানসিকতাই এর জন্য দায়ী। একে হেগাট টাকার বকেয়া মোটামুনি কেন্দ্র। অথচ এই বকেয়া মোটামুনির কথা ছিল চিকিৎসা হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে। বাস্তব বলছে, মোটে ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ১৫ দিনের মধ্যে

সাধারণ মানুষকে এই প্রকল্পের সুবিধা দিতে সমস্যার মুখে পড়ছে তারা। ফল, ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হাসপাতালের সংখ্যা। উল্লেখ্য, বাংলার স্বাস্থ্যসঙ্গী প্রকল্পের অনুকরণে ২০১৮ সালে দেশজুড়ে আয়ুস্মান ভারত প্রকল্প চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যার মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পান গ্রাহক। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৪১ কোটি আয়ুস্মান ভারত কার্ড তৈরি হয়েছে। তবে প্রকল্পের সুবিধা পেতে রয়েছে কঠোর শর্ত যার জেরে চলেও এই সুবিধা খারকে বঞ্চিত হন বহু গরিব মানুষ। অনাদিকে, বাংলায় বিশেষ সুবিধাভোগী সরকারি চাকুরিজীবী ছাড়া যে কেউ স্বাস্থ্যসঙ্গী প্রকল্পের সুবিধা পান।

বাংলাদেশে বিপন্ন সংখ্যালঘুরা’, ট্রান্স্প প্রশাসনের বিস্ফোরক রিপোর্টে মুখ পুড়ল ইউনুসের

২৭ জুলাইঃ এবার বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল আন্তর্জাতিক ট্রান্স্প প্রশাসন। আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কমিশন ‘ স্টেটস সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এখনও অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ৫ থেকে ৮ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগ ও সরকার পতনের সময় দেশে কার্যকর কোনও প্রশাসন না থাকায় ভয়াবহ সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যেগুলিকে হামলার খবর পাওয়া যায়। এখণ্ডিকে আগুয়ামি লিগের সমর্থক বা সদস্য ভেবে প্রতিশোধমূলক হামলা বলে চালানো হয়।

সেনাবাহিনীর সমর্থনে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুস অন্তর্ভুক্তি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেন। কিন্তু দেশে ধর্মীয় সহনশীলতা এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এখনও অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ৫ থেকে ৮ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগ ও সরকার পতনের সময় দেশে কার্যকর কোনও প্রশাসন না থাকায় ভয়াবহ সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যেগুলিকে হামলার খবর পাওয়া যায়। এখণ্ডিকে আগুয়ামি লিগের সমর্থক বা সদস্য ভেবে প্রতিশোধমূলক হামলা বলে চালানো হয়।

পুলিশের একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে ‘ স্টেটস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম’ (ইউএসসিআইআরএফ) বলেছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর জীবন বিপন্ন। তারা স্বাধীনভাবে ধর্মচারণ করতে পারছেন না। চলতি বছরের মে মাসে ঢাকায় মার্কিন সংস্থাটির সফরের ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে সফরে তারা সরকারের উচ্চপাখীরে আধিকারিক



মধ্যে ১,৭৬৯টি সহিংসতা ঘটেছে। এর মধ্যে ১,২৩৪টি রাজনৈতিক, ২০টি সাম্প্রদায়িক ও ১৬১টি ভূয়া অভিযোগের ভিত্তিতে। ‘ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ফেব্রুয়ারিতে একটি মহিলাদের ফুটবল ম্যাচ বাতিল

পক্ষপাতদুষ্ট ‘আম্পায়া’র, ফের কমিশনকে আক্রমণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, নিচুতলার নেতাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ায় জের দিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।



শনিবার গুজরাটে জেলা সভাপতিদের প্রশিক্ষণ শিবিরে রাহুল বলেন, গুজরাট বিজেপির আত্মঘা। ২০২৭-এ রাজ্যের নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করতে নিচুতলা থেকে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। একই সঙ্গে, নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নেন সোনিয়া-তনয়া। সংসদে দাঁড়িয়ে গুজরাট বিজেপিকে হারাতে ইন্ডিয়া জোট ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করবে বলে কার্যত গেরুয়া শিবিরের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন রাহুল। আবার সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহর রাজ্যে গিয়ে দলের অভ্যন্তরে ‘ হয়ে কাজ করা’ নেতাদের দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরামর্শও দেন তিনি। জানান, এই রাজ্যে কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই আছে যারা তলায় তলায় বিজেপির হয়ে কাজ করেন। দলে তাঁদের প্রয়োজন নেই। তাই প্রদেশ কংগ্রেসকে ঢেলে সাজার ইঙ্গিত দিয়ে আসেন। সেইমতো সম্প্রতি রাজ্য সভাপতি থেকে নিচুতলা পর্যন্ত নেতৃত্বে বদল অনেক কংগ্রেস। দলের ‘ সংগঠন সূজন অভিনয়’-এ যোগ দিয়ে রাহুল জেলা সভাপতিদের আশ্রিত করে বলেন, এতদিন কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা সভাপতিদের গুরুত্ব দিত না। এবার থেকে উল্টোপথে হাটবে দল। জেলা সভাপতিদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

মোদি-শাহর রাজ্যে নেন বিজেপিকে পরাজিত করার প্রয়োজন সেই ব্যাখ্যাও দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি জানান, দেশের মধ্যে গুজরাটে নির্বাচন কমিশন সবচেয়ে বেশি পক্ষপাতদুষ্ট। তাই কংগ্রেস এখানে পরাজিত হচ্ছে। তবুও সবাইকে এক হয়ে লড়াই করতে হবে। কারণ, গুজরাট হচ্ছে বিজেপি ও আরএসএসএর শক্ত ঘাটি। এখানে আঘাত আনতে হবে। তবেই অন্য রাজ্যে বিজেপি দুর্বল হবে। ক্রিকেটায় ভাষায় রাহুল জানান, একজন ব্যাটার বারবার যদি আউট হতে থাকেন তা হলে প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এমন হচ্ছে। আসলে পক্ষপাতদুষ্ট ‘ থাকলেই এমনটা হওয়া সম্ভব। রাহুলও তাই বলেন। স্থানীয় এক কংগ্রেস নেতা বলেন, রাহুল দেশকে একটি মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করে কবিদের জানান, আসলে বিজেপি ও আরএসএস টিক করে দিচ্ছে কারা প্রসাদ পাবে আর কারা পাবে না। পিছিয়ে প্যা অংশের মানুষ সেই মন্দিরে এলে তাদের জন্য একরকম প্রসাদ আর শিল্পতিরা এলে একরকম প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে। এই বিভাজন রূপতই বদলের প্রয়োজন।

‘লডকি বহিন’ প্রকল্পের টাকা পেল পুরুষরা, অযোগ্য আরও ২৬ লক্ষ!

মুম্বাই,২৭ জুলাইঃ চালু হওয়ার মাত্র এক বছরের মধ্যেই ব্যাপক দুর্নীতি মহারাষ্ট্রের লডকি বহিন প্রকল্পে! অভিযোগ উঠেছে, মহিলাদের জন্য বরাদ্দ ভাতা পেয়েছেন ১৪ হাজারেরও বেশি পুরুষ! শুধু তাই নয়, অযোগ্য হয়েও মাসের পর মাস ভাতা পেয়েছেন অন্তত ২৬ লক্ষ।



সবমিলিয়ে এই বিপুল দুর্নীতির সিবিআই তদন্ত দাবি করেছেন এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। বাংলার ‘লক্ষী ভাণ্ডার’র অনুসরণে মধ্যপ্রদেশে ‘লডকি বহেনা’ প্রকল্প এনেছিল বিজেপি। সেই মাস্টারপ্লেনকেই মধ্যপ্রদেশে বাস্তবায়িত করে গেরুয়া শিবির। তাই বিধানসভা ভোটের বৈতর্যি পার হতে ‘লডকি বহেনা’র মতো করে মহারাষ্ট্রে ‘মাঝি লডকি বহিন’ প্রকল্প শুরু করে মহাজুটি। ঘোষণা হয়, ২১ থেকে ৬৫ বছরের মহিলাদের মাসে মাসে দেড় হাজার টাকা করে দেবে সরকার। গত বছর জুন মাস থেকে শুরু হয় এই প্রকল্প। কিন্তু সম্প্রতি মহিলা এবং শিশুকল্যাণ দপ্তরের অডিট দেখা গিয়েছে, ১৪ হাজার ২৯৮ জন পুরুষ এই লডকি বহিন প্রকল্পের টাকা পেরেছেন। সবমিলিয়ে ২১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা পেয়েছেন তারা। জানা গিয়েছে, আবেদনের পোর্টালে নিজেদের মহিলা বলে নথিভুক্ত করিয়েছিলেন এই ১৪ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি। বিষয়টি প্রকাশে আসতে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার বলেন, দরিদ্র মহিলাদের সাহায্য করতে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল। পুরুষরা কোনও মতেই সুবিধা পাবেন না। তারা যা অর্থ পেয়েছেন সেটা ফেরত দিতে হবে। কেবল পুরুষরা নন, বেআইনিভাবে লডকি বহিন প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন আরও ২৬ লক্ষ মহিলা। তাঁদের অনেকেই একই পরিবারের তৃতীয় মহিলা হিসাবে আবেদন করেছেন এই প্রকল্পের জন্য। একাংশ ৬৫ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এই প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন। পরিবারিক আয় বেশি থাকা মহিলারাও এই প্রকল্পে নাম লিখিয়েছেন। ফলে গত একবছরে মহারাষ্ট্রের কোষাগার থেকে ১ হাজার ৬৪০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই ‘প্রকল্প-র জন্য। গোটা বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিয়া বলেন, সরকার তাঁরা সামান্য ইস্যুতেই ইডি-সিবিআইকে তদন্ত করতে নামিয়ে দেয়। এই অভিযোগেরও সিবিআই তদন্ত হোক, দাবি সুপ্রিয়া।

পার্শ্ব সারাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৭২ জন নিহত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছে মানবাধিকার সংগঠন। ‘আহত ১ হাজার ৬৭৭ জন। এ সময় ১৯ জন গণপিটুনির শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) মানবাধিকার সংগঠন ‘এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। সারাদেশ থেকে অধিকারের কবীদার পাঠানো তথ্য এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ কি ভাবে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সহনশীলতার ভবিষ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে। সংবিধান সংস্থার সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না হলে, এই প্রক্রিয়া ধীরেধীরে বৈধতা আরও গভীর করতে পারে। এদিকে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন

সহনশীলতার ভবিষ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে। সংবিধান সংস্থার সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না হলে, এই প্রক্রিয়া ধীরেধীরে বৈধতা আরও গভীর করতে পারে। এদিকে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন

দেশের প্রতি কালামের নিষ্ঠা ছিল অনুকরণীয়ঃ প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : মৃত্যুবার্ষিকীতে মিসাইল ম্যান তথা দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী মোদি রবিবার সকালে টুইট করে জানান, মৃত্যুবার্ষিকীতে, আমাদের প্রিয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁকে একজন অনুপ্রেরণাদায়ক দূরদর্শী, অসামান্য বিজ্ঞানী, পরামর্শদাতা এবং একজন মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে স্মরণ করা হয়। আমাদের দেশের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল অনুকরণীয়। তার চিন্তাভাবনা ভারতের যুবসমাজকে একটি উন্নত ও শক্তিশালী ভারত গঠনে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করে।২৭ জুলাই ২০১৫। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিলং-এ গিয়েছিলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম। ওই দিন সন্দেশ সাড়ে ছ’টা নাগাদ বক্তৃতা দিতে দিতেই মঞ্চে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছু ক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় ভারতের মিসাইল মানের।

সাইবার প্রচারণা প্রেফতার ৪

কলকাতা, ২৭ জুলাই : একটি র‍াষ্ট্রীয়ত্ব ব্যাক্দের ভূয়ো ওয়েবসাইট এবং একটি জাল গ্রাহক সহায়ক নম্বর তৈরি করে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হল। তদন্তে নেমে চার জনকে প্রেফতার করেছে বন্দর ডিভিশনের সাইবার শাখা।জানা গেছে, শনিবার রাতে লেক টাউন থেকে তিন জন এবং পার্ক স্ট্রিট থেকে এক জনকে প্রেফতার করা হয়। একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে গোটা সাইবার প্রতারণা চক্রের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।উল্লেখ্য, অনলাইনে নিয়মিত কনোকাটা থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় ধরে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন গ্রামগঞ্জের মানুষজনও। শহর থেকে গ্রাম, কোনও জায়গার মানুষই রেহাই পাচ্ছেন না সাইবার জলিয়াতদের হাত থেকে। সাইবার জলিয়াতরা নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করে প্রতারণা করছে আমজনতাকে। এবার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্দের ভূয়ো ওয়েবসাইট এবং একটি জাল গ্রাহক সহায়ক নম্বর তৈরি করে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ সামনে এলো।

২০২৫ সালের এশিয়া কাপঃভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি লড়াই



নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই :এশিয়া কাপ ৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাশাহী (ইউএই)-তে অনুষ্ঠিত হবে।ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে মার্কি গ্রুপ ম্যাচটি রবিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।চিত্রপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল একই গ্রুপে রয়েছে এবং রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সুপার ফেরের লেগায় আবার মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা আছো।ভারত ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাশাহীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু করবে এবং সম্ভবত তর্দিদের সমস্ত ম্যাচ দুবাইতে খেলবে।ভারত, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাশাহী এবং ওমান গ্রুপ এ-তে রয়েছে, যেখানে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এবং হংকং গ্রুপ বি-তে রয়েছে।

ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর ভারতের সঙ্গে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনাঃমৌদী-স্টারমার যুগলবন্দি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : এক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে ভারতের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করল ব্রিটেন। দুই দেশের জন্যই এই মুহূর্তটি হয়ে উঠল ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বহু বছরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কহির স্টারমার ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত বৃহস্পতিবার ব্রিটেনের চেকার্সে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর এই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে এগোয় এবং দু’দেশের প্রধানমন্ত্রী একে অভিহিত করেন এক ঐতিহাসিক দিন বলে।প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর বিবৃতিতে স্পষ্ট ভাষায় জানান, বহু বছরের কঠোর পরিশ্রম, আলোচনার পর অবশেষে দুই দেশের মধ্যে একটি বৃহৎ ও বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি বাস্তবায়িত হল। এটি ভারত ও ব্রিটেনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলে তিনি বিশ্বাস রাখেন। তাঁর মতে, এই চুক্তি শুধুমাত্র ব্যবসা বা পণ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং ভারতীয় অর্থনীতির একাধিক খাতের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তিনি জানান, ভারতীয় বস্ত্রশিল্প, পাশুকা শিল্প, রত্ন ও গহনা শিল্প, সামুদ্রিক খাদ্যশিল্প এবং শিল্পনির্ভারিং পণ্য এখন ব্রিটেনের বাজারে আরও বেশি পরিমাণে এবং আরও ভালো দামে প্রবেশ করতে পারবে।ভুক্ততিনি আরও বলেন, এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ভারতের কৃষক, মস্যাঞ্জীবী, প্রসেসড ফুড ইন্ডাস্ট্রি এবং এমএসএমই (মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস) খাতের জন্য একটি বিশাল সুযোগের দরজা খুলে দেবে। এর ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়বে, দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিক থেকেও এক নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। মোদি আশাপ্রকাশ করেন, এই চুক্তি ভারতের যুবসমাজের জন্যও বিশেষভাবে উপকারি প্রমাণিত হবে।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন উদ্যোগ গড়ে উঠবে, আর সেইসঙ্গে দেশীয় স্টার্টআপ এবং উৎপাদন সংস্থাগুলিও পারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা।চুক্তিটি বাস্তবায়নের ফলে ভারত-ব্রিটেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক



এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহলও। দুই দেশের মধ্যে যে ভৌগোলিক দূরত্ব রয়েছে, সেই ব্যবধান অতিক্রম করে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্তরে আরও ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি করবে এই সমঝোতা। ভারতের মতো বৃহৎ ও দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির সঙ্গে যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞ ও স্থিতিশীল শিল্পক্ষেত্রের মিলনভূমি হয়ে উঠবে এই চুক্তি।অন্যদিকে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কহির স্টারমারও অত্যন্ত আশাবাদী এই চুক্তি নিয়ে। তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করার পর এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি যুক্তরাজ্যের জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বা এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। তিনি আরও বলেন, এই চুক্তি শুধু ব্রিটেনের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও নতুন প্রাণ দেবে তা-ই নয়, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং খুচরো মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আনতেও সহায়ক হবে। স্টারমার বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদিস নেতৃত্ব ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এই চুক্তি সম্ভব হত না। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা সম্মিলিতভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছি, তা আমাদের নাগরিকদের জন্যই এক ইতিবাচক ভবিষ্য নির্মাণ করবে।স্টারমার বলেন, এই চুক্তির ফলে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বাজারে সহজে প্রবেশাধিকার পাবেন। শুষ্ক হ্রাস,

আমদানি-রফতানির সময়সীমা কমানো এবং খরচ কমিয়ে আনায় উপকৃত হবেন ব্যবসায়ীরা। সেই সঙ্গে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং পরিষেবা ক্ষেত্রেও দুই দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের সুযোগ বাড়বে।বিশেষকদের মতে, এই চুক্তি ভারতের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক সমঝোতা নয়, বরং এক অর্থনৈতিক জেট তৈরির পথে পদক্ষেপ। যেখানে উভয় দেশের সরকার এবং বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলি একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যৌথভাবে কাজ করতে পারবে। ভারতীয় উপাদান ক্ষেত্র যেমন রফতানির সুযোগ পাবে, তেমনই ব্রিটিশ সংস্থাগুলিও ভারতের বৃহৎ বাজারে বিনিয়োগ করে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ খুঁজে পাবে।বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই চুক্তির তাৎপর্য আরও গভীর। ব্রেক্সিটের পরে ব্রিটেন এখন এক সময় নিজের নতুন বাণিজ্যিক অবস্থান নির্ধারণ করতে চাইছে, যেখানে তারা ইউরোপের বাইরে বিকল্প জেট গড়ে তুলতে আগ্রহী। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের মতো একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে অংশীদারিত্ব তৈরি করা ব্রিটেনের জন্য কৌশলগতভাবে বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত। একইভাবে, ভারতও এই চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে

আরও এক শক্তিশালী মিত্র পেয়েছে, যে মিত্র তার পণ্য, পরিষেবা এবং মানবসম্পদের জন্য বিশাল বাজার দিতে পারোে।ভুক্তএই সমঝোতা ভারতের মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং ডোকাল ফর লোকাল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে করে দেশীয় উৎপাদন আরও উৎসাহিত হবে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রতিযোগিতার মধ্যে থেকেই উন্নতি করার সুযোগ পাবে দেশীয় সংস্থাগুলি। কৃষি থেকে শুরু করে প্রযুক্তি, বস্ত্র থেকে শুরু করে রত্ন ও গহনা-বিভিন্ন খাত এই চুক্তির সুফল পাবে বলেই বিশেষজ্ঞরা।

মনে করছেন।অর্থনীতিবিদদের মতে, এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আগামী পাঁচ বছরে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। যেখানে ২০২৪ সালের শেষে এই বাণিজ্য প্রায় ৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছিল, সেখানে নতুন চুক্তির আওতায় ২০২৯ সালের মধ্যে তা ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়তে পারে বলে আশাবাদী দুই পক্ষই।ভুক্তএই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার প্রতিক্রিয়াও বেশ ইতিবাচক। ভারতের ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (FICCI) এবং কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (CII)-এর তরফে জানানো হয়েছে, এটি একটি উইন-উইন চুক্তি, যা দুই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই এক নতুন গতি দেবে। একইসঙ্গে ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য এটি এক দিশা দেখানো চুক্তি।ভুক্তব মিলিয়ে বলা যায়, ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি শুধু বর্তমান নয়, আগামী দিনের জন্যও এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকল। বিশ্ব বাণিজ্যের জটিল পরিপ্রেক্ষিতে যখন প্রতিটি দেশই নতুন অংশীদার খুঁজছে, তখন ভারতের মতো একটি উত্থানশীল শক্তির সঙ্গে ব্রিটেনের এই অংশীদারিত্ব বহু দেশের কাছে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। এখন দেখার, এই চুক্তির বাস্তবায়ন কতটা দ্রুত ও সফলভাবে হয় এবং দুই দেশের মানুষ এর কতটা উপকার ভোগ করেন। তবে ইতিহাসের পাতা বলছে, এই মুহূর্তটি একটি নতুন যুগের সূচনা।

সমস্ত এনডিএ দল ঐক্যবদ্ধ, প্রতিক্রিয়া বিহারে জয় নিয়ে আশাবাদী শেখাওয়াতের



যোধপুর, ২৭ জুলাই :বিহারে এনডিএ-ই জিতবে, এ ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। রবিবার সকালে রাজস্থানের যোধপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গজেন্দ্র বলেছেন, সমস্ত এনডিএ মিত্ররা ঐক্যবদ্ধ, এবং আসন্ন নির্বাচনে আমরা বিজেপির নেতৃত্বে বিহারে সরকার গঠন করব।রাজস্থানের ঝালাওয়ার স্কুলের ছাদ ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, আমি বিশ্বাস করি দেশীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এটি সরকারের দায়িত্ব এবং তদন্তের পর, যেই দোষী হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু মূল বিষয় হলো আমাদের উচিত এই ধরনের সমস্ত স্কুল এবং সরকারি ভবন মূল্যায়ন করা, পর্যালোচনা করা এবং নিরীক্ষা করা।

মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ডের গুন্ডলা জেলার প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : মন কি বাত অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ডের গুন্ডলা জেলায় ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কখনও কখনও সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে যেখানে অন্ধকার সবচেয়ে বেশি থাকে। এরকম একটি উদাহরণ হল ঝাড়খণ্ডের গুন্ডলা জেলা। একটা সময় ছিল যখন এই অঞ্চলটি মাওবাদী হিংসার জন্য পরিচিত ছিল। বাসিয়া ব্লকের গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে পড়ছিল। মানুষ ভয়ের ছায়ায় বাস করত। কর্মসংস্থানের কোনও সম্ভাবনা ছিল না, জমি খালি পড়ে ছিল এবং যুবকরা অন্যত্র চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর, ধীরে ধীরে এবং অনেক ধৈর্যের সঙ্গে একটি পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। ওম প্রকাশ সাহু জি নামে এক যুবক হিংসার পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি মাছ চাষ শুরু করেছিলেন। তারপর তিনি নিজের মতো অনেক বন্ধুকে একই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ‘মাতোশ্রী’তে এলেন রাজ ঠাকুরে



মুম্বই, ২৭ জুলাই : রবিবার ফের কাছাকাছি এলেন দুই ভাই। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমীকরণে একে ইঙ্গিতপূর্ণ বলছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।রবিবার মুম্বইয়ে ঠাকুরে পরিবারের বাসভবন ‘মাতোশ্রী’তে এক দশকেরও বেশি সময় পরে ঢুকলেন মহারাষ্ট্র নবনির্বাণ সেনা (এমএনএস)-এর সুপ্রিমো রাজ ঠাকুরে। শেষ বার বালাসাহেব ঠাকুরের মৃত্যুর সময়ে ওই বাসভবনে এসেছিলেন তিনি।শিবসেনা (উদ্ধব) গোষ্ঠীর নেতা উদ্ধব ঠাকুরের জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ ঠাকুরে। এদিন ‘মাতোশ্রী’র বাইরে বালাসাহেবের ছবির সামনে ছবিও তুলেছেন দুই ভাই। রাজের সঙ্গে ছিলেন এমএনএসের নেতা বেলা নন্দগাঁওকর ও নিতিন সরগেসাই।

আব্দুল কালামকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ জুলাই : ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা ‘ভারতরত্ন’ ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি ডঃ কালামকে একজন মহান বিজ্ঞানী এবং একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা ‘ভারতরত্ন’ ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি একজন মহান বিজ্ঞানী এবং একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবন আজও আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে।কালম ভারতের ‘মিসাইল ম্যান’ হিসেবে পরিচিত।ইসরাে এবং ডিআরভিওতে তাঁর কার্যকলাকালে তিনি ভারতের প্রতিরক্ষা কর্মসূচিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ডঃ কালম ২০১৫ সালের ২৭ জুলাই শিলংয়ে এক বক্তৃতা দেওয়ার সময় মারা যান। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা এবং জীবনদর্শন এখনও দেশের নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে।অন্যদিকে

ভোপাল, রবিবার দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালামের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব।মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব সোশ্যাল মিডিয়ায় তার বার্তা পোস্ট করে লিখেছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালাম জি-র মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। ভারতকে ‘পারমাণবিক শক্তি’ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব তরুণ অভিনেদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করার জন্য এক অমান্য অনুপ্রেরণা প্রদান করবে।

নয়ডায় স্মৃতিতে ধাক্কা মারল গাড়ি শিশুকন্যার মৃত্যু
নয়ডা, ২৭ জুলাইঃ উত্তর প্রদেশের নয়ডায় স্মৃতিতে ধাক্কা মারল শিশুসবছর একটি গাড়ি। এখানকার মারল ৫ বছরের একটি শিশুকন্যার, এছাাও দু’জন আহত হয়েছেন। শনিবার রাত দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নয়ডার সেক্টর ৩০-এ। নয়ডা পুলিশ জানিয়েছে, গত

রাতে নয়ডার সেক্টর ৩০-এ একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি একটি স্কুটিকে ধাক্কা মারলে ৫ বছরের একটি শিশুকন্যার মৃত্যু হয় এবং আরও দু’জন আহত হয়েছেন। পুলিশ গাড়িটা বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃত অভিযুক্তদের নাম যশ শর্মা এবং অভিযেক রাওয়াত এবং তারা

দুরন্ত বার্তা

রাশিফল
মেঘঃআজ আপনি অনেক নতুন কিছু হওয়ার প্রত্যাশা করতে পারেন। আপনাকে চিন্তা করতে বাধণ করা হচ্ছে, কেননা আপনি শীঘ্রই আপনি বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ পেতে চলেছেন। আজকে রোমাসের জন্য খুবই ভালো দিন। শুভ দিন হবে। বৃষঃআজকের দিনে আপনি সম্ভবত খুবই উৎসর্হ ও অস্থির হয়ে পারেন। তা সত্ত্বেও যে আপনি যথেষ্ট ধীরস্থির থাকতে ও কাজে মন দিতে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে ও প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবেন, তার জন্য নক্ষত্রদের ধন্যবাদ দিন।

মিথুনঃযারা একা আছেন তারা একটা তাজা টাটকা প্রেম নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। যারা সম্পর্কে আছেন যাদের ব্যবহে কথা বলা উচি নাহলে কেস খাবেন। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দায়িত্বের জন্য অর্থিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করা বেশ শক্ত। কাজের জায়গায়, আপনার দায়িত্ব নেওয়া প্রতিটি কাজ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। সংসারে শান্তি হবে।

কর্কটঃপ্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ ঔপত্যোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সক্ষ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটতে পারবেন।

সিংহঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উত্তোযোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সক্ষ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটতে পারবেন। **কন্যাঃ** যেহেতু আপনি সপ্ন নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটি কম গুরুত্ব নিয়ে দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। শুভ রং লাল **তুলাঃ**পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দূরান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।শুভদিনহবে **বৃশ্চিকঃ**আপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে ধনুঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। সংসারে শান্তি বিরাজ। **মকরঃ** সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। কাজের যোগ। **কুম্ভঃ** আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে। **মীনঃ**প্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোমাণি় টক নৈশভোজ, লোভনীয়, মুখরোচক মিষ্টির মতো মনে হতে পারে। আপনার একটি হাসিখুশি, প্রফুল্ল এবং সুরেলা সক্ষ্য কাটিতে পারে। অর্থনৈতিক দিকে, আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে। কাছের

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৯ জুলাই, মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মসাজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মিল্লচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবহাও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্নম- ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বার্ষেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৭৯সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-পূর্বদায় ০৬টা ৫৫মিনিট। এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যওদয়ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাতে আজ ৬টা ২০মিনিটে

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দুরন্ত বর্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৩৭, সোমবার, ১১ শ্রাবণ ১৪৩২

কার্গিল দিবস ও মনোজ পাণ্ডে

একটা প্রবাদ রয়েছে কলেজ জীবনে, ডায়েরিতে একটা অস্ত্ত কবিতা লেখেনি এরকম বাঙালি যুবক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আসলে ওই সময়টা ওরকমই, প্রাণবন্ত, চাপমুক্ত, পাহাড়ি নদীর মতো খরসোতা। সৃষ্টির আদর্শ সময়ই বোধহয় ওটা। কিন্তু ধরুন আপনার ডান পাশে গুলির দশ, বাঁ-পাশে গ্রেনেড ফাটছে। এরকম মহাপ্রলয়ের মাঝে স্থিতিধী শিবের মতো বসে থেকে কবিতা লিখতে পারতেন কি। বাটালিক সেক্টরে তখন গ্রীষ্মকাল, অবশ্য লাদাখের এই অঞ্চলটাতে কী শীত আর কী গ্রীষ্ম। তাপমাত্রা সেই জমিট বেঁধেই আছে। বরফের উপর বসে রয়েছে এক বছর ২৪ এর যুবক। পরনে জলপাই রঙা পোশাক, কাঁধে বন্দুক, কিছুটা দূর থেকে গুলি থ্রেনেডের শব্দ এসে ধাক্কা দিচ্ছে কানে। ছেলেটির হাতে একটা ডায়েরি। খসখস করে কিছু একটা লিখছে সে, নিজের গায়ের উদ্দেশ্যে একটা ছোট কবিতা। আরতারনীচ্ছেদুঁটো লাক্হি...; If death strikes before I prove my blood- I swear I will kill death...??? দেশের হয়ে লড়াইয়ে নিজেকে প্রমাণ করার আগে মৃত্যু এলে, আমি মৃত্যুকে মেরে ফেলব। এমন লাইন যার কলম থেকে বেরোতে পারে সে ছেলে প্রেমিক না হয়ে যায় কোথায়? এ ছেলে প্রেমিক, আর এর প্রেমিকা ভারত...। ১৯৯৫, বারান্দাী। ইন্টারভিউতে বসে রয়েছে এক ১৯ বছরের বাচ্চা ছেলে। সামনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বড় অফিসাররা। অফিসারদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছুটে এল, : সেনাবাহিনী কেন জয়েন করতে চাও? - পরমবীর চক্র পাওয়ার জন্য স্যার। - পরমবীর চক্র কে কি খেলনা মনে করো? ? No sir– I will surely win it by my courage...। প্রশ্নকর্তা অফিসাররা বুকেছিলেন এ জলন্ত আগুন। পরীক্ষায় পাশ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন মনোজ, মনোজ পাণ্ডে। ১৯৯৯, কার্গিলে যুদ্ধ শুরু হয়েছে সীমান্তে। বাটালিক সেক্টরে ফাঁকা জুবর-টপ পোস্ট চূপিসারে দখল করে নিয়েছে পাকসেনা-জঙ্গির মিলিত শক্তি। গুরুত্বপূর্ণ এই পর্যেক্টা পাকসেনার কাছ থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব পড়ে ১/১১ গোষ্ঠা রাইফেলসের উপর। জুলাই মাসের ১ তারিখ, মনোজ পাণ্ডের নেতৃত্বে জুবার টপের দিকে এগোতে থাকে গোষ্ঠা রাইফেলস। কিন্তু সমস্যা হল পাক সেনা উঁচুতে পাথরের বান্ধারের আড়ালে, আর ভারতীয় সেনাবাহিনী নীচ থেকে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। ফলে পাক-সেনার গুলি ভারতীয় সেনাদের খুঁজে পেলেও উল্টো প্রায় হচ্ছে না। কিন্তু তাতে কী? এরকম অসম্ভব লক্ষ্য আর কঠিন শত্রুর উপর নেমে আসা ভয়ঙ্কর মৃত্যুর নাম-ই তো মনোজ পাণ্ডের ১/১১ গোষ্ঠা রাইফেলস। এর আগে, অপারেশন বিজয়ে মৃত্যুকে হারিয়ে গুলি নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন মনোজের টিম। মনোজ পাণ্ডে সম্পর্কে ততদিনে একটা প্রবাদ প্রচলিত হয়ে গেছে সেনাবাহিনীতে,? IF not Manoj– then who..২/৩ জুলাই, ১৯৯৯, রাত। উপর থেকে গুলি বৃষ্টি চলছে। খালুবারের দিকে একটু করে এগোচ্ছে মনোজ আন্ড টিম। চাঁদের আলো শরীর সামনে উদ্ভাস্ত করে দিতে পারে তাদের। তাই চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়লে এগোনো, আর চাঁদ বাইরে বেরিয়ে এলেই পাথরের আড়ালে চলে যাওয়া। পাক সেনার চোখে ধরা পড়ল। বরং মনোজ তখন আহত বাঘ, পাক সেনার পরের বান্ধারটাও গুড়িয়ে দিলেন।

মুরারি মোহন মুখার্জি

মুরারি মোহন মুখার্জি ১৯১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিহারের ভাগলপুরে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃ-পরিচয় সূত্রে তিনি মহান সাহিত্যিক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাত্বে সম্পর্কিত ছিলেন। তবে তাঁর জন্মস্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চুড়ায়া। জেলা বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর, ১৯৩১ সালে, তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের সময় ‘ডাক’ বৃত্তি লাভ করেন, যা নিঃসন্দেহে তৎকালীন ভারতের সেরা প্রতিষ্ঠান ছিল। তিনি ১৯৩৯ সালে কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন, তাঁর কর্মজীবনে ১১ টি স্বর্ণ এবং আটটি রৌপ্য পদক জিতেছিলেন। পরবর্তী ১৩ বছর তিনি সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৯৪৯ সালে কলকাতা থেকে জেনারেল সার্জারিতে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী দুই বছর স্যার হারল্ড গিলিস, এবি ওয়েলস এবং কিলনারের সাথে ইংল্যান্ডে কাটিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড এবং এডিনবরা থেকে এফআরসিএস সম্পন্ন করার পর, তিনি ১৯৫১ সালের নভেম্বরে কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯৫২ সাল থেকে, তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে, যা বর্তমানে IPGME&R নামে পরিচিত, জেনারেল সার্জারিতে আবাসিক মেডিকেল অফিসার হিসেবে প্লাস্টিক সার্জারি অপারেশন শুরু করেন। ১৯৫৪ সালে পিজি হাসপাতাল একটি পৃথক প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট তৈরি করা হয় এবং তার খ্যাতি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিধান চন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বহুদূরে পৌঁছে যায়। ১৯৫৬ সালে একই হাসপাতালে একটি বিভাগ খোলা হয়। পাণ্ডিত নেহেরুকে এর অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক বেঞ্জামিন র‍্যাঙ্কের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পাণ্ডিত নেহেরু ছাড়াও অন্য কেউ এই বিভাগটি উদ্বোধন করেন। ৩৩ বিসি রায় এর সভাপতিত্ব করেন। তিনি গণিতের প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন এবং ধাঁধা এবং সমস্যা সমাধান করতে পছন্দ করতেন। তাঁর এই স্বভাবই তাঁকে প্লাস্টিক সার্জারির দিকে ঠেলে দেয়, যাকে এখন সমস্যা সমাধানের সার্জারি বলা হয়। তিনি বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের দেখে উত্তেজিত হতেন যা তাঁর কল্পনাশক্তি এবং বৌদ্ধিক তৃপ্তি জাগিয়ে তুলতে পারে। এর সাথে যোগ হয়েছিল রোগীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি; তিনি সর্বদা বিশ্বাস করতেন যে কিছু করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন শৃঙ্খল, পরিশ্রমী

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে বাণী প্রচার করতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কোনও কথা বলতেন না। তার কথা নিয়ে লিখতে শুরু করে ছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে যুঁচুর বোড়তেন সারাদিন। আর ঠাকুর যা বলতেন তাই তিনি একটি খাতাতে লিখতে শুরু করলেন।

ভারতের প্রাচীন দর্শনকে ইউরোপের কাছে পরিচিতির করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বিশেষ প্রতিবেদক

অতীত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহকে কোন মানুষের ইতিহাসচেতনার অন্যতম প্রধান লক্ষণ বলে মনে করা হয়ে থাকে; এর কারণ হল যে, আধুনিক মানুষের কাছে অজানা প্রাচীন জগৎ ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই অনেকটা সুনির্দিষ্ট অবয়ব লাভ করে থাকে।



প্রাচীন স্থাপত্য-ভাস্কর্য-মুদ্রা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উ পাদান যেমন ইতিহাস রচনার কাজে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি প্রাচীন গ্রন্থগুলিও একইরকমভাবে ইতিহাস রচনার সহায়ক হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এসব গ্রন্থগুলি ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রেও বহুল পরিমাণে সাহায্য করে থাকে। ইতিহাসগতভাবে একথা সত্যি যে, প্রাচীন ভারতীয় জাতির কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না; কিন্তু বহু হাজার বছরের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ-কাব্য-পুরাণ ইত্যাদি পুঁথিগুলির মধ্যে অথবা শ্রুতিতে যা কিছু সুরক্ষিত রয়েছে;সেসবের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে লুকিয়ে আছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। আর একারণেই খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিদ্যাচর্চারদেরও তখন অনুসরণ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়; কারণ, এর আগে ভারতবর্ষে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করবার তেমন কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। ফলে এসব পুঁথির অস্তিত্বের কথা তখনকার অধিকাংশ মানুষেরই অজানা ছিল, এবং এসব পুঁথির সাহায্যে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার পথও তখন অনারন্ধ ছিল। তবে রেনেসাঁস পরবর্তী ইউরোপের রেনেসাঁস-যুগেও প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহ করবার জন্য আগ্রহী মানুষের অনুরূপ আগ্রহ ক্রমশঃ পেয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। সেসময়ে ইউরোপীয় মনীষী পেম্ব্রক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ এবং এগুলির অনুলিপি তৈরি করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অতীতে এপ্রসঙ্গে আধুনিক যুগের ইউরোে পর

modern students of classics. Teubner of Leipzig and the Oxford University Press had not yet begun their work. The Loeb Classical Library in which texts are accompanied by parallel translations was not to be projected for five centuries. None of the texts had been carefully studied from a philological point of view and compared with all extant manuscripts. Nor were the lines of these writings numbered to facilitate scientific discussion. অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিদ্যা-চর্চাকারীদেরও তখন অনুসরণ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়; কারণ, এর আগে ভারতবর্ষে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করবার তেমন কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। ফলে এসব পুঁথির অস্তিত্বের কথা তখনকার অধিকাংশ মানুষেরই অজানা ছিল, এবং এসব পুঁথির সাহায্যে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার পথও তখন অনারন্ধ ছিল। তবে রেনেসাঁস পরবর্তী ইউরোপে পাঁচশো বছর ধরে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এবিষয়ে অনেক কাজ হয়েছিল। আর

এসময়ের ইউরোপে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ এবং সম্পাদনার নানা উৎকৃষ্ট নিদর্শন থাকবার ফলে ভারতবর্ষেও পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে এই আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। ঊনিশ শতকের ভারতের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে থেকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ এবং এসবের বিবরণ প্রণয়ন করা কাজে একটি সুদৃ্ঠ পরিকল্পনা অনুসারে শুরু হয়েছিল। ১৮৬৮ সালের মে মাসে তৎকালীন ভারতের অড্‌গণ্ড লাহোরের পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লরেন্সকে ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত থাকা যাবতীয় প্রাচীন পুঁথির একটি তালিকা রচনা করবার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন, এবং যদিও সরকারী ভারত সরকার নীতিগতভাবে তাঁর এই প্রস্তাবে নিজেদের সম্মতি জানিয়েছিল, কিন্তু তবুও ঠিক সেসময়েই এই কাজ সুদৃ্ঠভাবে সম্পন্ন করবার ক্ষেত্রে অনেক বাধা ছিল। এজন্য তখন প্রথমে প্রাচীন পুঁথিগুলি সংগ্রহ করবার দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, আর এগুলির বিবরণ রচনা করবার কাজ অনেক পরে শুরু হয়েছিল। অতীতে এপ্রসঙ্গে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ২৩শে কার্তিক তারিখের ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় ‘মমূরুৎস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং সংস্কৃতির অনুশীলন’ শিরোনামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, এর কিছুটা অংশ নিম্নরূপ ছিল,সংস্কৃতির পুরাতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ১৮৬৮ সালে গবর্নমেন্টে বাৎসরিক ব্যয়ের নিমিত্ত ২৪০০০ টাকা; অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২০০০ টাকা; মাদ্রাজ ও মহীশূরে ২০০০ টাকা; পঞ্জাবে ১৬০০ টাকা; বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশে ৮০০০ টাকা; এশিয়াটিক সোসাইটিতে ৩০০০ টাকা, মুদ্রাক্ষরের জন্য ১০০০ টাকা; এবং বাজে খরচ ৮০০ টাকা; এই মোট ২৪০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশের হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তকের অনুসন্ধানী শ্রীযুক্ত বাহু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁহার সহকারীগণ ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সর্বসমেত ১০০০ হাজার পুরাতন পুস্তক মুদ্রাক্ষিত করিয়াছেন। বিকানিরের রাজার পুস্তকালয়ে অনুন ২০০০ হাজার পুস্তক সঞ্চিত আছে। হোপাল দেশীয় প্রচলিত বৌদ্ধ ভাষার ব্যাখ্যা বিষয়েও সমধিক উন্নতি করা হইয়াছে। সাকুল্যে ১৫৬ হাজার তাঁহার এই সময়ে মধ্যে সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি ক্রয় করা হইয়াছে, এবং কতকগুলি নকল

করিয়া লওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইতিপূর্বে ৬৫৬ খানি পুস্তক ক্রয় করা হয়; অতএব সমগ্র পুস্তকের সংখ্যা ১৬১২ খানি হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ পুস্তক নিতান্ত দুর্লভ ও অশ্রুত পূর্ব; অবশিষ্টগুলি এদেশে প্রচলিত ছিল না। এরপরে ১৮৭২ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় òNotices of Sanskrit Manuscripts’ নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষে পুঁথি সংগ্রহ ব্যবস্থার ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন, এবং সকলকে উদ্দেশ্য করে জানিয়েছিলেন যে, তৎকালীন সরকার নির্দেষের ফলে তাঁকে এবিষয়ে নিজের কার্যক্রম অনেকটাই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। আসলে বৃটিশ সরকার তখন শুধুমাত্র প্রাচীন পুঁথিগুলির একটি তালিকা চেয়েছিল, কিন্তু এসবের মধ্যে থাকা বিবরণগুলি সরকারের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। পরবর্তীকালে এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন,বাস্তলায় যে সকল পুঁথি খরিদ হইত, তাহার একটি তালিকা করা ছাপা হইত এবং সোসাইটির পণ্ডিতেরা সমস্ত দেশ ঘুরিয়া যে সকল নূতন পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, সেইগুলি ছাপা হইত, এবং সেই সকল পুঁথি হইতে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাইত, তাহা ইংরেজীতে লিখিয়া দেওয়া হইত ও পাঁচবছর অন্তর্য একটি রিপোর্ট দেওয়া হইত। আমার সময়ে আমি রিপোর্টকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিয়াছি এবং প্রত্যেক ভলিউমের গোড়ায় ঐ ভলিউমে যত পুস্তক আছে, ইংরেজীতে তাহার একখানি ইতিহাস লিখিয়া দি। অন্যদিকে রাজেন্দ্রলাল নিজেও তাঁর প্রণীত প্রাচীন পুঁথির তালিকার ভূমিকার একজায়গায় লিখেছিলেন, “The following pages are the first òf fruits of the undertaking on this side of India I submitting them to the public—the compiler is anxious that their scope and purpose as laid down in the Government resolution quoted above— should be distinctly understood that nothing more should be expected ...’

ভারতের সভ্যতার নিদর্শনকে সবার সামনে তুলে ধরার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

ব্রিটিশ আমল থেকেই কলকাতা জলমগ্ন

বিশেষ প্রতিবেদক

ব্রিটিশ আমল থেকে আজও জলমগ্ন কলকাতা উন্নয়নের ছায়ায় এক পুরনো সংকটের অব্যাহত অধ্যায়। কলকাতা শহরের ইতিহাস যত পুরনো, ততই পুরনো তার কিছু সমস্যার শিকড়। একদিকে এই শহর আধুনিকতার ছোঁয়ায় পালাতে ফেলেছে তার গায়ের চোহারা, মোট্রো লেলে থেকে উডালপুল, শপিং মল থেকে স্মার্ট সিটি প্রকল্প;সর্বই আজকের কলকাতার পরিচিত চিত্র। কিন্তু তার মধ্যেই কিছু সমস্যা এমনভাবে রয়ে গিয়েছে, যেন তা এই শহরের পরিচয়েরই অঙ্গ। তার মধ্যে সবচেয়ে দগদগত একটি ক্ষত হল জল জমার সমস্যা। বৃষ্টির সময় শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে জল জমে যাওয়া কোনও নতুন সমস্যা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সমস্যা আজও সেই ব্রিটিশ আমলেরই অব্যাহত ছবি হয়ে রয়ে গেছে। এত দক্ষ পেরিয়ে গেলেও, এত প্রশাসনিক পরিবর্তন, পরি কল্পনা, উন্নয়নের গালভরা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কলকাতা এখনও বর্ষার দিনে ধমকে যায় জল জমার জাঁতকলে। এই শহরের জল জমার সমস্যার শিকড় লুকিয়ে আছে তার গঠন কাঠামোয়। কলকাতা মূলত নিম্নভূমিতে গড়ে ওঠা শহর, যেখানকার উচ্চতা সমুদ্রপত্ন থেকে খুবই কম। ব্রিটিশ আমলে যখন এই শহর গঠিত হচ্ছিল, তখনই তারা শহরের জল নিক্ষেপনের ব্যবস্থা হিসাবে নালার একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল। এই নালা বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা, যার কিছু অংশ এখনও শহরের নীচে বিদ্যমান, মূলত ম্যানুয়াল বা প্রাকৃতিক প্রবাহের উপর নির্ভর করে। সেই সময়ের প্রযুক্তির বিচারে তা যথেষ্ট আধুনিক ছিল। কিন্তু সেই নকশা আজও কার্যত অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। আধুনিক নাগরিক চাহিদা ও জনসংখ্যার বিস্ফোরণ সামলানোর জন্য যা যথেষ্ট নয়। বর্ষার সময় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে বেহালা, কসবা, পাটুলি, বাদামতলা, ঠাকুরপুকুর, নিউ আলিপুর, শরৎ বোস রোড, এম জি রোড এবং বাঁশপাস সংলগ্ন এলাকায় প্রায়শই হাটু থেকে কোমর জল জমে যায়। রাজপথে দাঁড়িয়ে পড়ে বাস, অটো, ট্যাক্সি, ব্যক্তিগত গাড়ি। স্কুল পড়ুয়া, অফিসগামী মানুষ, রোগী বহনকারী অ্যাম্বুল্যান্স;সবাই আটকে পড়ে এই জলকাদার শহরে। জল জমা শুধু যে অস্বস্তিকর তা নয়, তা জনজীবনে চরম দুর্ভোগ ডেকে আনে এবং শহরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্তব্ধ করে দেয়। স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়, দোকানপাটে বাকস্া হয় না, অফিসে কর্মক্ষেত্র অচল হয়ে পড়ে। এই আর্থসামাজিক ক্ষতির প্রভাব

পাঠকদের কলমে রাষ্ট্রপতি কালাম

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা
আর্থিক অসুবিধার কারণে সাময়িক সময়ের জন্য নিরামিষভোজীতে পরিণত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ছাত্রাবস্থাতেই। বাবার স্বপ্ন ছিলো



ছেলে কালেক্টর হোক; কিন্তু ছেলের দুচ্চোর স্বপ্ন ভারতের আকাশে উড়ার। অনেকটা পথ অসম্ভব লড়াই করে শেষে পরীক্ষাও দিলেন.. ১৯৫৭ সাল, ফাইটার পাইলট হওয়ার পরীক্ষায় ফলাফল প্রকাশিত হ'ল। ফলাফল নয়জন প্রতিযোগীর মধ্যে আটজন নির্বাচিত হলো, শুধুমাত্র তিনি, আবদুল কালাম বাদে। স্বপ্ন ছিল দেশের মিলিটারী ফৌজের একজন ফাইটার পাইলট হওয়া। পরীক্ষা, ইন্টারভিউ সবইতে তিনি এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় তিনি পিছিয়ে পড়েন। চোখের সামনে নিজের স্বপ্নকে একভাবে ভেঙে যেতে দেখাটা সহজ নয়। এতদূর এসে তীরে তরী ডুবে যাওয়ার মতো কষ্টের। তিনি ভাঁঙা মন নিয়ে চলে আসেন হুসীকেশ। সেখানে সাফাং পান স্বামী শিবানন্দে'র। স্বামী শিবানন্দ তাঁকে উপদেশে ও পরামর্শ দেন. ভরসা না হারাতে বলেন..

আজকের ব্যর্থতা ভুলে যাও, তার বদলে তোমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করে। এয়ার ফোর্স পাইলট হওয়া তোমার নিয়তি নয়। নিজের সঙ্গে একাধ্ব হও, আত্মসমর্পণ করে দীক্ষার ইচ্ছার কাছে।

আবদুল কালাম ফিরে আসেন তার নতুন কর্মজীবনে, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী হিসেবে কাজে যোগ দেন। ব্যাকিটা ইতিহাস .. প্রতিরক্ষায় ভারতবর্ষে তৈরি হলো এক নতুন স্বর্ষধুরের। ভারত ‘ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে নিজেদের সক্ষমতার পরিচয় পায় আবদুল কালামের বিভিন্ন প্রোজেক্টের মাধ্যমে। প্রাথমিক ভয়-ব্যর্থতা পেরিয়ে তাঁর দেখানো পথে এখনও তৈরি হচ্ছে আমাদের মিসাইল-ক্ষেপণাস্ত্র। ১৯৭৪, ১৮ মে, ভারত প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে, যার বৃ্ধ শেষ হয় ১৯৮৮ সালের ১১ মে ও ১৩ মে, সবটাই আবদুল কালামের পরিচালনায়। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এগারো-তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত হন ডাঃ এ পি জে আবদুল কালাম। ভারতের রাষ্ট্রপতির ইতিহাসে প্রথম একজন চিরকুমার বিজ্ঞানী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি অন্তর্ভুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন, তেমন ২০ জন জঙ্গী আত্মসারী প্রাণভিক্ষার আবেদনে তিনি সাড়া দেননি। প্রকাশ পেয়েছে তার কঠোর দিক, কুড়িয়েছেন সমালোচনাও। এ পি জে আবদুল কালাম জীবনে বহু বহু সম্মান লাভ করেছেন।

ইউজিসি নেটের সর্বভারতীয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেল মধ্যমগ্রামের রিক্তা



কলকাতা, ২৭ জুলাই : ইউজিসি নেটের জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন পরীক্ষায় সারা ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন মধ্যমগ্রামের রিক্তা চক্রবর্তী। ৯৯.৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে তিনি এই সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর এই

সাফল্যে খুশি পরিবার, তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিধানপল্লির বাসিন্দা রিক্তা অল্প বয়সেই ইম্বাকে হারান। তাঁর মা রিনা চক্রবর্তী মধ্যমগ্রাম স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে কাজ করে সংসার চালান। রিক্তা মধ্যমগ্রাম গার্লস হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। এরপর দক্ষিণেশ্বরের হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন থেকে স্নাতক এবং ২০২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশনে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। স্নাতকোত্তর রিক্তার হাতে তুলে পেনে। নিমাই ঘোষ বলেন, মধ্যমগ্রামের একটি মেয়ের এই সাফল্য আমাদের কাছে গর্বের। মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা পেয়ে রিক্তা জানান, সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর প্রথম থেকেই ঝোঁক ছিল। তিনি বলেন, আগে টিভি বা সংবাদপত্র পড়ার সময় ভাবতাম কবে আমি সাংবাদিক হব? অবশেষে সে সুযোগ আমার কাছে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী এত ব্যস্ততার মাঝেও আমার কথা মনে রেখেছেন সে জন্য ঠেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীকে ঝাড়ু দেখালো তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা

দূরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৭ জুলাই : শনিবার দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য বহরমপুর থেকে গাড়িতে চড়ে রানিনগর থানার হেরামপুরে যাচ্ছিলেন অধীর চৌধুরী। সেই সময়ে রাস্তায় পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের বেশ কয়েক জন মহিলা কর্মী-সমর্থক লাঠির উগায় ঝাড়ু বেঁধে দেখায়। কিন্তু সে সবার পরোয়া না করে অধীর চৌধুরীর গাড়ি দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যায়। গোটী ঘটনা খেয়ালও করেননি অধীরবাবু। ঘটনার সময়ে তিনি মোবাইলে টেক্সট করতে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলে তাকিয়েও দেখেননি তিনি। এমন প্রশ্ন উঠেছে, বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরীর প্রতি বিহার জানানোর আগাম খবর কি পুলিশের কাছে ছিল না? যদি থাকে তাহলে রাস্তার পাশ থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়নি কেন? যদিও রাজ্য পুলিশের এসসকি বাহিনী ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী গাড়ি থেকে নেমে ওই মহিলারা যাতে গাড়ির সামনে চলে যেতে না পারে, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ করেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও অধীরবাবুকে উদ্দেশ্য করে ঝাড়ু তুলে দেখানোর ঘটনা ঠেকানো যায়নি।

সাব পোস্ট অফিস সরে যাচ্ছে অন্যত্র, কাজে হয়রানির আশঙ্কায় বিক্ষোভ বেলঘরিয়ার গ্রাহকদের

দূরন্ত বার্তা, বেলঘড়িয়া, ২৭ জুলাই : আচমকাই খবর ছড়িয়ে ছে এলাকায় থাকা সাব পোস্ট



অফিসটিকে সরিয়ে নেওয়া হবে। সত্যি যদি এমনটা হয় তাহলে সমস্যা় পড়বে এলাকার সাধারণ মানুষ। আর সেই হয়রানির আশঙ্কা থেকে সাব পোস্ট অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাবেন গ্রাহকরা। এই ঘটনাটি ঘটেছে বেলঘরিয়ার রানীপার্ক এলাকায়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সাধারণ

গ্রাহকদের সঙ্গে ছিলেন কামারহাটি পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সমীরন দাস। তাঁর

পোস্ট অফিস এখানেই থাকবে। ইতিমধ্যেই লিখিত জানানো হয়েছে। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন করতে হলে সেটাও করবা। এদিকে এই বিষয়টি নিয়ে পোস্টমাস্টার কৌশিক মুখোপাধ্যায় বলেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্দেশে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনিয়ে আমার কিছু বলার নেই।

স্থানীয়দের কথায়, ইস্ট বেলঘরিয়া পোস্ট অফিসের গ্রাহক সংখ্যা কয়েক হাজার। কিন্তু কর্মীর অভাবের কারণ দেখিয়ে এই সাব পোস্ট অফিসটিকে নিম্নতা উদয়পুরে থাকা পোস্ট অফিসের সঙ্গে সংযুক্তকরণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন এরই প্রতিবাদে একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, সাব পোস্ট অফিসটি সরে গেলে পরিষেবা পেতে কয়েক কিলোমিটার দূরে যেতে হবে। তাঁদের আরও যুক্তি উদয়পুর পোস্ট অফিসেও কয়েক হাজার গ্রাহক রয়েছেন। ফলে সেখানেও সমস্যা তৈরি হবে।

রাজ্য জুড়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সাইবার ক্রাইমের জাল প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্বান্ত সাধারণ মানুষ

দূরন্তত বার্তা,, বারাকপুর, ২৭ জুলাই : রাজ্য জুড়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সাইবার ক্রাইমের জালা। সাইবার প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্বান্ত সাধারণ মানুষ। অজান্তেই অ্যাকাউন্ট থেকে গণেব্ব হয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। এই আবহে সাইবার ক্রাইম কয়টা এ বার তৎপর ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট । এদিন বরানগর থানার অন্তর্গত এক অনুষ্ঠান বাড়িতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা হলো সাইবাজ নামে এক নয়া উদ্যোগ। ই-প্রহরী নামে সম্প্রতি গঠন করা হয়েছে পরিকল্পিত একটি কর্মসূচি যেটি সাইবার প্রতাণরূ রূখতে আরো কার্যকরী হবে। মোবাইল সাইবার সচেতনতামূলক এই বাসটি ব্যারাকপুর শিদ্ধাঞ্চল জুড়ে একটি নতুন ধারণা এনে দিয়েছে। যেখানে লোকেরা বসে লাগানো টিভির স্ক্রিনে দেখে বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের বিষয়ে

অবগত হতে পারবে। তার পাশাপাশি চিত্রিত ছোট ভিডিও দেখে নিজেদের সাথে ঘটে যাওয়া কোনো অন্যায়কে চিহ্নিত করতেও পারবেন। তার সাথে



এই সাইবাজ নামে বাসটিতে একটি ছোট কুইজ প্রোগ্রামও আয়োজন করা হয় , যেখানে বয়স নির্বিশেষে উসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সাইবার সচেতনতা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয় এই দিনের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। এদিন বরানগর থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি সহ ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা সামিল হন। প্রায় শতাধিক মানুষ এই দিনের এই অনুষ্ঠানে শামিল হন। ব্যারাকপুর কমিশনারেট এলাকার সব থানাতেই মিলবে এই বিশেষ সুবিধা। এবার সাইবার প্রতারিতদের সাহায্যে খোলা হল সাইবার বন্ধন আওতায় সাইবাজ নামে এই পরিষেবা ডিজিটাল যুগে কেউ প্রতারণিত হচ্ছেন ব্যক্কে কেউ আবার মোবাইল ফোন অথবা অনলাইন সামাজিক মাধ্যমে। এধরনের অপরাধমূলক কাজের দ্রুত সমস্যার সমাধানে প্রশাসনের এই বিশেষ উদ্যোগ। অনলাইনে প্রতারণিত হলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে ইপ্রহরী। সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য এই দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা বিশেষ বক্তব্য রাখেন।

পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা সামিল হন। প্রায় শতাধিক মানুষ এই দিনের এই অনুষ্ঠানে শামিল হন। ব্যারাকপুর কমিশনারেট এলাকার সব থানাতেই মিলবে এই বিশেষ সুবিধা। এবার সাইবার প্রতারিতদের সাহায্যে খোলা হল সাইবার বন্ধন আওতায় সাইবাজ নামে এই পরিষেবা ডিজিটাল যুগে কেউ প্রতারণিত হচ্ছেন ব্যক্কে কেউ আবার মোবাইল ফোন অথবা অনলাইন সামাজিক মাধ্যমে। এধরনের অপরাধমূলক কাজের দ্রুত সমস্যার সমাধানে প্রশাসনের এই বিশেষ উদ্যোগ। অনলাইনে প্রতারণিত হলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে ইপ্রহরী। সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য এই দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা বিশেষ বক্তব্য রাখেন।

ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামে, আটক ১

২৭ জুলাই : ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের কৈশে উঠল মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার নটিয়াল-ঘোষপাড়া গ্রাম। রবিবার সকালে ওই গ্রামের এক বাসিন্দার বাড়িতে গুল্লার মধ্যে মজুত করে রাখা একাধিক দেশি বোমা ফাটে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। সাগরপাড়া থানার পুলিশ বোমা মজুত করে রাখার ঘটনায় গোলাম গাউস নামে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আলমগীর শেখ নামে ওই বাড়ির মালিক বর্তমানে মহানগর্রে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। সূত্রের খবর,গতকাল রাতে আলমগীর শেখ মজুত করে রাখা দুই সস্তানকে নিয়ে একটি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। রবিবার খুব তেজের প্রচন্ড জোরে বিস্ফোরণের শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। জেগেছিলেন বলেন, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আমি দেখতে পাই গোটা বাড়ি ধোয়াতে ঢেকে গিয়েছে। কেউ বা কারা

আমাদের বাড়িতে দেশি বোমা ছুঁতেছিলো। যে ঘরে বোমাটি ফাটে সেখানিই আমার দেওর গোলাম রোজ রাতে ঘুমাতো। গত কয়েকদিনে শশুস্বশ্রমশাই বাড়িতে না থাকায় সে পাশের বাড়িতে আমার শাশুড়ির সঙ্গে থাকছে। বিস্ফোরণের সময় ওই ঘরে কেউ না থাকায় বড় বিপদের হাত থেকে আমাদের পরিবার রক্ষা পেয়েছে। ওই মহিলা অভিযোগ করেন, দু’বছর আগে আমাদের গ্রামে জমি বিবাদের জেরে একটি খুনের ঘটনা ঘটেছিলো। সেই

ঝুলন ও রাখী পূর্ণিমা উৎসব দেশভক্তি,দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের বিশেষ উৎসব

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়,২৬ জুলাই, ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর সহ বিশ্ব ব্যাপী সমস্ত শাখা কেন্দ্রে ঝুলন যাত্রা উৎসব পালন করা হবে।

এদিন বিকাল ৫ টায় চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে শ্রী শ্রী রাধামাধবকে বর্ণাঢ্য সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে ঝুলন মন্ডপে নিয়ে যাওয়া হবে।রািি ৯টা পর্যন্ত চলবে ভোগ-রাগ,সন্ধ্যা আরাতি,কীর্তন,দীপ দান,হির্দোল ক্রীড়া,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম।দেশে বিদেশের বহু ভক্তব্যঃ দ এই ঝুলন যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে,কটোর করা হচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধারিক রসিক গৌরান্ধ দাস বলেন শ্রাবণ মাসের শুক্লা পক্ষের একাদশী তিথি থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত চলে ঝুলন যাত্রা উৎসব। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কে কেন্দ্র করে দ্বাপর যুগে ঝুলন উৎসবের সূচনা হয়েছিল। পুরান অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে ঈশুরের অবতার রূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।কৃষ্ণ ও রাধারানীর যে

মাধুরী ও প্রেম প্রকাশ বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়েছিল,তারই লীলা স্বরূপ ঝুলন যাত্রা পালিত হয়।রাধা কৃষ্ণ



বৃন্দাবনের কৃষ্ণবনে বিশুদ্ধ প্রেমের আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই জীবজগতে প্রথম প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন,আর সেই লীলার নানা রূপ এই যুগে ঝুলনযাত্রায় পরিবেশিত হয়।তবে বর্তমানে কালের বিবর্তনে এর বিকৃত রূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে,ঝুলন যাত্রা কোনো সাধারণ মানব মানবীর প্রেম লীলা নয়।এবছর নিতানন্দ কৃষ্ণের পাশে বিস্তীর্ণ জায়গায় এই কৃত্রিম ঝুলন মণ্ডপটি অবস্থিত।প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর,সুশীতল ছায়াগিড়,ফুল-ফলে ভরা,বনরাজিতে সুসজ্জিত মনোমুগ্ধকর আলোক মালা ও কৃত্রিম ফোয়ারার একাতানে আপনাকে

পৌঁছে দেবে অন্য এক অপ্রাকৃত জগতে।প্রত্যক্ষ দর্শন না করলে এর অপর মহিমা বোঝা দুস্কর।মানের



মণিকোঠায় ভেঙ্গে উঠবে পরমেশ্বর ভগবান রাধাকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার অপ্রাকৃত ছবি।ঝুলন প্রেমের উৎসব,মিলনের উৎসব,পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মহামিলনের উৎসব।পরম্পরকে আপন করে নেওয়ার উৎসব।ঝুলন ও রাখী পূর্ণিমা উৎসব দেশভক্তি,দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের উৎসব।পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই ঝুলন ও রাখীপূর্ণিমা উসব প্রসারিত হোক সমাজ জীবনের প্রতিটি কোনে কোনোবিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হোক প্রেম,মেত্রী,ভালোবাসা,দৃঢ় হোক মানব মেলবন্ধন।

বিজেপির নেতারা এলাকায় এলে আটকে দিন, ঘেরাও করে রাখুন, নিদান জেলা তৃণমূল সভাপতির

দূরন্ত বার্তা মালদা, ২৭ জুলাই : বিজেপি নেতারা এলাকায় এলে ব্যবস্থা নিন। আটকে দিন ঘেরাও করে রাখুন। হরিয়ানাতে বাংলাদেশী সন্দেহে আটক থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে এমনই নিদান দিলেন জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বিশুজিং হালদার। তার এই নিদানকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রাঙাইপুর ঠাকুরটোলা এলাকার সাতজন পরিযায়ী শ্রমিক হরিয়ানার গুরুগ্রামে বাংলাদেশী সন্দেহে আটক রয়েছে। পরিবারের লোকের অভিযোগে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখে অত্যাচার করা হচ্ছে তাদের। ঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে না খাবার। ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন ওই শ্রমিকদের ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমূল

হোসেনও। এদিন শ্রমিকদের পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন জেলা তৃণমূল শ্রমিক



সংগঠনের সভাপতি বিশুজিং হালদার। পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেখা বলেন। সেই সময় তিনি বলেন আপনারা ভয় করবেন না মুখ্যমন্ত্রী পাশে আছে। বিজেপির লোকেরা এলাকায় এলে ব্যবস্থা নিন। এখানে

রাজনীতি করবে ভোট চাইতে আসবে। আর বাংলার লোকদের মারবে এটা হলে না। অনাদিঁকে

শ্রাবণের বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় জমজমাট কবিতার আসর



মলয় সুর : শ্রাবণের মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় পরিধি ছাড়িয়ে সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত এক কবিতার ডালি নিয়ে হাজির হয়। এই কবিতার আসনে প্রবীন ও নবীন সাহিত্যিকদের কবিতা পাঠ ও তাদের লেখা ১১ টি বই প্রকাশিত হয়। কলকাতা নন্দন চক্রের জীবনানন্দ সভায়ে সংস্থা কর্ণধার বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধূতের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও ব্যতিক্রমী ভাবনায় অনুষ্ঠানটি সফলতা অর্জন করে। কুড়ি বছরের জীবনে শ্রুতি মধুর আবৃত্তি শ্রুতি নাটক ,এনকারিং একটি সুন্দর রুচিশীল উপস্থাপনা আগামীদিনে আরও উজ্জীবিত করতে পারবে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে দলিত সাহিত্যিক দলিত সাহিত্যিক তথা বলাগর তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তিনি বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত করেন। এছাড়া মঞ্চে ছিলেন গিনেস বুক রেকর্ডধারী সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন, তরুণ আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী, ব্যান্ডেলের রামলিঙ্গম, সৌতম দত্ত , সৌডাচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ। এইদিন মধুমিতা ধূতের উপন্যাস ‘তোমার জন’ প্রকাশিত হয়। এছাড়া অপরাজিতা বইয়ের লেখক মিতা নন্দন ‘গাছের নিচে গাছ’, শ্রীমন্ত দাস,’ দাম্পত্য’ -আশিস মন্ডল। একলা কবির দরবারে - সূমনা চৌধুরী , ইতিহাস আলোকে গাববেরিয়া গ্রাম - মুজিবুর রহমান মল্লিক, হাসির বই -শেখ মনিরুদ্দীন। এদিন বেশ কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদ উন্মোচিত হয় যেমন - মলয় কুমার মাধির শেষ রাতের বোবা পথিক, ধূসর ক্যানভাস ,শুভ্রা ঘোষ ,মোহামায়া-কাকিলি নন্দন। এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবিরা উপস্থিত হন। উপচে পড়া ভিড় দেখে বোঝা যায় দর্শকরা অনুষ্ঠান খুব উপভোগ করেছেন।

খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে দুর্গা পুজোর সূচনা হলো জলপাইগুড়িতে



দূরন্তবার্তা,জলপাইগুড়ি,২৭জুলাইঃ এবছর আমাদের শ্রোগান আলোকিত হোক মন, জাগ্রত হোক বিবেক।এবছর জলপাইগুড়ি শিল্প সমিতিপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কর্মটির ৯৩ তম বর্ষ পূর্ণাপ করল। এবছরের বিশেষ আকর্ষণ মায়ের মন্দিরে বিবেকের খেলা। মায়ের মূর্তি আসছে শিলিগুড়ি পৌরসভাটি থেকে, প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জা জলপাইগুড়ি শিল্পীদের দাঁড়ায় ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। এবছরের বাজেট আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা। এই পূজোর সঙ্গে বহু ইতিহাস জড়িয়ে আছে। চতুর্থীর দিন পূজা মন্ডপ উদ্বোধন হবে। প্রতিবছরের নাথ এ বছর নবমীর দিন সর্ব সাধারণের জন্য ভোগের ব্যবস্থা থাকছে। বেলুড়মন্ডের অনুকরণে পূজো মন্ডপ তৈরি হচ্ছে।

নামঃ অনুস্মা পাত্র, পিতার নাম : রাজকুমার পাত্র, মাতার নামঃ সৌসুমি পাত্র। বিদ্যালয়ের নাম : তারা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক) শ্রেণী : ষষ্ঠ, বৃত্তা বিদ্যালয়ঃ কৃটিপড়ি মৃচন্দ্র নৃত্য শিক্ষিকার নাম : মধুমিতা পাত্র, ঠিকানা-সালাপ (মন্ডল পাড়া), ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১৪০৯ নৃত্য শিক্ষা গ্রহণ করছেন : ৮ বছর ধরে। স্কলারশিপ : CCRT জাতীয় জুনিয়র স্কলারশিপ, ২০২৪-২৫ অর্জন : ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে শিশু কিশোর অ্যাকাডেমি আয়োজিত জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

অরণ্য সপ্তাহে শিলিগুড়ির উত্তম চ্যাটার্জির অভিনব উদ্যোগ

দূরন্তবার্তা,২৭জুলাই : গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান-এই প্রচলিত বার্তার বাইরে গিয়ে এবার শিলিগুড়ির এক সমাজসেবী ব্যবসায়ী ছড়িয়ে দিলেন এক নতুন ভাবনা। তাঁর বার্তা, গাছ বাঁচান, তাহলেই প্রাণ বাঁচবে। অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে যখন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি চলছে, ঠিক সেই সময়েই উত্তম চ্যাটার্জি নামে এক ব্যবসায়ী সামনে এলেন এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নিয়ে। তিনি বলেন, গাছ লাগানো তো অনেকেরই করেন, কিন্তু সেই গাছ বড় হয়ে উঠতে গেলে তার যত্ন এবং সুরক্ষা জরুরি। অনেক সময় দেখা যায়, গাছ লাগানো হয় প্রাচীর চারপাশে লোহার জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয় রক্ষণে। কিন্তু গাছ বড় হলেও সেই লোহার বেড়া আর সরানো হয় না। ফলে বড় হওয়া গাছগুলো বাধার সম্মুখীন হয়, এমনকি ক্ষতিগ্রস্তও হয়। এই সমস্যা সমাধানে নিজের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো গাছগুলোর পাশে থাকা লোহার জালগুলো কেটে দিয়ে গাছের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার পথকে মুক্ত করে দিচ্ছেন উত্তমবাবু।

৭৫ বছরে সূর্যনগর ফ্যান্সী ইয়ুথ ক্লাবের দূর্গোসেবের বিশেষ থিম

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : হিরক জয়ন্তী বর্ষে বিশেষ আয়োজন সূর্যনগর ফ্যান্সী ইয়ুথ ক্লাবের। এবছর ৭৫তম বর্ষে পা রাখল সূর্যনগর সার্বজনীন দুর্গাপূজা। রবিবার খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হল এবারের পূজার প্রস্তুতি। এবারের পূজার বিশেষ আকর্ষণ-পরিবেশবান্ধব মণ্ডপ এবং চন্দনগরের বিখ্যাত আলোকসজ্জা। শিল্পী রাজু সূত্রধরের ভাবনায় বাজারের মাঠে তৈরি হবে থিম ভিত্তিক মণ্ডপ রঙ্গিন টৌদল। কাগজ ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়ে তৈরি হবে মণ্ডপের কাঠামো। আলোয় সেজে উঠবে মহিলা কলেজ মাঠ সলগ্রা এলাকা। পূজা কমিটির সম্পাদক নারায়ণ সাহা ও সভাপতি সঞ্জিত সাহা চৌধুরী জানান, ৭৫তম বর্ষে ঐতিহ্য বজায় রেখে আধুনিকতায় নজর দেওয়া হচ্ছে। দর্শনাধীর্দের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মণ্ডপে বসানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা। এই পূজার ঐতিহ্য বহু পুরনো। স্থানীয় প্রবীণদের উদ্যোগেই ঘট পূজার মাধ্যমে সূচনা হয়েছিল এই পূজা। সেই ইতিহাসকে সন্মান জানিয়ে এবছর পূজাকে আরও বড় পরিসরে ও সামাজিক বার্তা নিয়ে উদযাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছে ক্লাব।

রেললাইনে হাতি, চালক দ্বয়ের তৎপরতায় রক্ষা পেল তারা

দূরন্ত বাতা, ২৭ জলাই : ফের রেললাইনের ওপর চলে আসলো হাতি এবং চালক দ্বয়ের তৎপরতায় আবাবো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা। ডুয়ার্সের জঙ্গলের বৃক চিরে বেরিয়ে যাওয়া রেললাইনের ওপর দিয়ে যাওয়া হাতিকে জরুরীকালীন ব্রেক কয়ে রক্ষা করলো কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের চালক উত্তম বড়ুয়া ও সহকারী চালক শুবজি কার্জি। ডুয়ার্সের বাগরাকটে -সেবক রেললাইনের মতো ৭২৩ পিলারের কাছ দিয়ে প্রবর্তকাল সন্ধ্যা ৬ টা ১৭ মিনিট নাগাদ একটি হাতি রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। তা দেখতে পান চালকদ্বয়। তখন আপকালীন ব্রেক করে ট্রেনের গতি কমিয়ে দেন চালকদ্বয়।ঐ কারণে ওই ট্রেনটি কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর হাতিটি রেল লাইন থেকে নেমে জঙ্গলের পথ ধরলে ফের ট্রেনটি গন্তব্যে রওনা দেয়। উল্লেখ্য কিছুদিন আগেই ঝাড়গ্রামে ট্রেনের ধাক্কায় হাতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। তবে ডুয়ার্সে এদিন চালকদের তৎপরতায় কোনরকম দুর্ঘটনা না ঘটায় খুশি পরিবেশ প্রেমীরা।

নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ পাচারের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দুই যুবক আটক



দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : শনিবার রাতে শিলিগুড়ি শহর লাগো শালুগাড়া বাজার এলাকায় নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ পাচারের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল দুই যুবক। গোপন সূত্রে সেই খবর পৌঁছায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশের কাছে। খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানার এপিট ক্রাইম উইং এর পুলিশ। শালুগাড়া বাজার সলগ্রা এলাকায় আসন পাচারকারীকে ধরতে আগে থেকেই ও পেতে ছিল পুলিশ। সেই সময় এক যুবককে দেখেন দুই চাকার ইস্ট্রিট গাড়ি করে যাচ্ছে ওই এলাকা দিয়ে। কিন্তু তার গতিবিধি দেখে সন্দে হয় পুলিশের। ঠিক কিছুটা এগোতেই ফ্লাই ওভার ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই সময় হটাৎ এক যুবক ছুটে আসে ওই যুবকের কাছে। যেমন সন্দেহ, তেমন কাজ। পুলিশ ছুটে গিয়ে দুই যুবককে দাঁড় করিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করে পুলিশ। এরপর তার সাথে থাকা গাড়িটির ড্রিগি খুলিয়ে দেখতে পান একটি ব্যাগ।ব্যাগে তরাশি ঢালাতেই চোখ কপালে পুলিশ কর্তাদের। দেখেন, ব্যাগের ভেতরে বিপুল পরিমাণে কাপ সিরাপ। সেগুলো নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে এসে ছিল। এরপর ওই দুই যুবককে মাদক সহ হাভেনাতে গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার এপিট ক্রাইম উইং এর পুলিশ। এবং তার হেফাজত থেকে এ বিপুল পরিমাণ কাপ সিরাপ উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রুদ্র প্রকাশ ভান্ডারী তার বাড়ি অপার ভানু নগর ও অপর যুবকের নাম দিবাস ছেত্রী সিকিমের বাসিন্দা। কাফ সিরাপগুলি বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই নিয়ে আস হয়েছিল বলেই অনুমান পুলিশের। ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে খবর এন ডি পি এস মামলার রাজুর করা হয়েছে। ধৃত দুই যুবক কে রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করবে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এদিকে পুরো ঘটনা তদন্তে করবে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

পূর্ব উত্তর রেলের শ্রাবনী মেলার বিশেষ গাড়ির সংচালন

গোারখপুর, ২৭ জুলাই : শ্রাবনী মেলায়, শ্রদ্ধালু শাসনকর্তার অতিরিক্তও মনোযোগ দেওয়া হল শ্রাবন মেলা বিশেষ গাড়ির সংচালন আসনসোল থেকে ২৭ জুলাই, ২০২৫ রবিবার এবং রবিবার থেকে ২৮ জুলাই, ২০২৫ সোমবার একটি ফেরার জন্য অনুমতি দেয়।০৩৫২৭ আসনসোল ২৭ জুলাই, ২০২৫ রবিবার কো আসনসোল থেকে ২১.০০ প্রস্থান কর চিত্তরঞ্জন থেকে ২১.৩০, মধুপুর থেকে ২২.২৫, জর্সডিহ থেকে ২৩.০৫, দ্বিতীয় জাজ থেকে ০.৩০ থেকে ০১.০৭ মিনিটে ০১.৪২ । রিটার্ন যাত্রায়, ০৩৫২৮ গরখপুর-আসনসোলা শ্রাবন মেলা বিশেষ গাড়ি ২৮ জুলাই, ২০২৫ সোমবার গরখপুর থেকে ১৩.৪৫ সকাল করে দেবরীয়া সদর থেকে ১৫.১০, সিওয়ান থেকে ১৬.২৫, হাওরা থেকে ১৭.৫০, পাটলিপুত্র উদ্ধার থেকে ২০.৫০, পাটলিপুত্র থেকে ২০.০০। ২১.২৫টা, মোকামা থেকে ২২.০৭টা, কিতল থেকে ২৩.৪৭টা, অনা দিনা রাজা থেকে ০০.৫৫টা, জর্সডিহ থেকে ০১.৩০টা, মধুপুর থেকে ০১.৫৫টা পর্যন্ত এবং চিত্তরঞ্জন থেকে ০২.৪৭টা থেকে ০৩.৫৫টা পর্যন্ত গাড়ি।

গম্ভীরের ‘অলরাউন্ডার-প্রীতি’র বলি শুধু কুলদীপ নন, গোটা দলও?

ম্যানচেস্টার, ২৭ জুলাইঃ চতুর্থ টেস্টের শেষ দিন। ম্যানচেস্টারের মাঠে ভারত বিপর্যয়ের মুখে। খুব বড় অফিস না ঘটলে পরাজয় নিশ্চিত। সেটা ইনিংসে হয় না ইংল্যান্ডকে ফের ব্যাট করতে নামে-নজর এখন সেদিকে। গতকাল শূন্য রানে দু’উইকেট পড়ে গিয়েছিল। প্রথম ওভারেই। তখন অনেকে ভেবেছিলেন, সব শেষ। কিন্তু তারপরেও ম্যাচে ফেরার স্বপ্ন দেখান শুভমান। সঙ্গী কেএল রাহুল। তবু, এমন ব্যাটিং লড়াইও চেপে রাখতে পারেনি এক বড় প্রশ্ন-এই দল কি সত্যিই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ধাতুতে গড়া? বাকিদের সূত্রে সুর মিলিয়ে সওয়াল তুলেছেন সঞ্চয় মঞ্জরেকরও। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সোজা ভাষায় বলে দেন, “ভারতের বোলিং নির্বাচন খুবই দুর্বল। অলরাউন্ডার নিজে গিয়ে ওরা ম্যাচ উইনারদের বাদ দিয়েছে। এটা চলতে পারে না!”



ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারের ভোমের কেন্দ্রে কুলদীপ যাদব। সিরিজের একটিও ম্যাচে সুযোগ পেলেন না। অথচ এই ইংল্যান্ডকে অতীতে ঘোল খাইয়েছেন তিনি। স্পিনে ধার, গুগলিতে বুদ্ধি, উইকেট নেওয়ার আগ্রাসন-সবই আছে কুলদীপের। তবু তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছে, কারণ টিম ম্যানেজমেন্ট চেয়েছে অলরাউন্ডার, যাঁরা একটু ব্যাটিং পারেন, একটু বোলিংও। এই নিয়ে স্কেভ উগরে মঞ্জরেকরের জবাব, “ওরা বলছে ২০টা উইকেট চাই। তাহলে কুলদীপ কোথায়? যদি সত্যিই জিততে চাও, তবে অলরাউন্ডার নয়, দরকার পেশাশিল্পী উইকেটশিকারী!” আলোচনার সূত্রেই মগ্নে উঠে এসেছে আরও একটি নাম-শার্দূল ঠাকুর। প্রথম টেস্টে বার্ষ, তবু আবার সুযোগ। মঞ্জরেকরের দাবি, যে বোলার ব্যাট করতে পারেন, তাঁকে নিতে হবে-এই ভাবনাটা প্রথম একাদশ নির্বাচনের সময় টিম ম্যানেজম্যান্টের মাথায় গাঁড়ে বসেছে। এটা ভুল। এমন নীতি বদলানো উচিত! মোন্দা বিষয়, অনেকের মতোই মঞ্জরেকরের বক্তব্য নিছক একজন বাদ পড়া খেলোয়াড়কে ঘিরে নয়, বরং একটা গোটা দলের বাইহি প্রক্রিয়া নিয়ে। যেখানে ব্যাটিং গভীরতা ব্যাড়াতে গিয়ে বল হাতে কার্যকরিতা হারিয়ে ফেলেছে ভারত। গম্ভীরের অধীনে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন অধ্যায় শুরু হলও, এই অলরাউন্ডারকে প্রধান্য দেওয়ার চিন্তা যদি না পাল্টায়, তাহলে শুধু এই সিরিজ নয়, আগামী দিনেও বিপর্যয় ঘনাতে পারে।

ডুরান্ডে অভিষেকের আগেই মিজো ফুটবলার নার্জারিকে দলে নিয়ে শক্তি বাড়াল ডায়মন্ড হারবার এফসি

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২৭ জুলাইঃ ২৮ জুলাই ডুরান্ড কাপে অভিযান শুরু করবে ডায়মন্ড হারবার এফসি। এবার আক্রমণভাগের শক্তি ব্যাড়াতে হোলিচরণ নার্জারিকে দলে নিল ডায়মন্ড হারবার। ২৮ জুলাই ডুরান্ড কাপে অভিযান শুরু করবে ডায়মন্ড হারবার এফসি। প্রতিপক্ষ কলকাতা ময়দানের আরেক প্রধান এমন ব্যাটিং লড়াইও চেপে রাখতে পারেনি এক বড় প্রশ্ন-এই দল কি সত্যিই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ধাতুতে গড়া? বাকিদের সূত্রে সুর মিলিয়ে সওয়াল তুলেছেন সঞ্চয় মঞ্জরেকরও। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সোজা ভাষায় বলে দেন, “ভারতের বোলিং নির্বাচন খুবই দুর্বল। অলরাউন্ডার নিজে গিয়ে ওরা ম্যাচ উইনারদের বাদ দিয়েছে। এটা চলতে পারে না!”



১৫ এপ্রিল, বাংলা নববর্ষে আত্মপ্রকাশ করে ডায়মন্ড হারবার এফসি। জন্মলগ্ন থেকেই লক্ষ্য ছিল বড়, তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল ছিল পেশাদার। অল্প সময়ে কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশন পেরিয়ে তারা পৌঁছে যায় প্রিমিয়ার ডিভিশনে। এবার সেই স্বপ্ন আরও বিস্তৃত, কারণ চলতি বছরের এপ্রিল মাসে আই-লিগ ২ জিতে তারা অর্জন করেছে আই-লিগের টিকিট। এবার আইলিগ জিতে দেশের সর্বোচ্চ লিগ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে পৌঁছানো এখন স্বপ্ন। সেই মতোই হাতে ধরে দাঁড় তৈরির কাজ সারছেন স্প্যানিশ কোচ কিন্তু ভিকুনা। ডুরান্ডে অভিযান শুরুর আগেই দিনই ফের চমক দিল কিন্তু দল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে

খেলা অভিজ্ঞ উইস্কার হোলিচরণ নার্জারি এবার ডায়মন্ডের জার্সিতে খেলবেন ডুরান্ড কাপ ও আই-লিগ। বেসালুক এফসি নিশ্চিত করেছে, নার্জারি ডায়মন্ড হারবার এফসিতে লোনে যোগ দিয়েছেন। নয়া চুক্তির ফলে আই-লিগের প্রথম মরসুমেই আরও শক্তিশালী দল নিয়ে নামবে ডায়মন্ড হারবার। ৩১ বছর বয়সী এই মিজো উইস্কার ইতিমধ্যে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, হায়দরাবাদ এফসির মতো ক্লাবে খেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতীয় দলের জার্সিতেও খেলেছেন ২৭ ম্যাচ। গত কয়েক মরসুমে যদিও তাঁর মাঠে উপস্থিতি কিছুটা কমে গিয়েছিল, তবে অভিজ্ঞতা ও গতি দুইই রয়েছে তাঁর পায়ে। সেই অভিজ্ঞতাকেই এবার কাজে লাগাতে চাইছে অভিষেক আই-লিগ দল ডায়মন্ড হারবার। ২০২৪-২৫ আই-লিগ ২-এ দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে শীর্ষস্থান দখল করে ডায়মন্ড হারবার, ফলে সরাসরি আই-লিগে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পায় তারা। এবার দেশের দ্বিতীয় স্তরের লিগে

প্রথমবারের মতো খেলতে নামার আগে দলকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করে তুলতেই নার্জারি মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে দলে টানল ক্লাবটি। ডায়মন্ড হারবার এফসির এক শীর্ষ কর্তা বলেন, ‘নার্জারির অভিজ্ঞতা দলের যুব খেলোয়াড়দের জন্য দারুণ সহায়ক হবে। তাঁর গতি ও উইং থেকে বল কড়ানোর দক্ষতা আমাদের আক্রমণকে আরও ধারালো করে তুলবে।’ নার্জারির আগমন শুধু মাঠের পারফরম্যান্স নয়, ড্রেসিং রুমেও প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে বেসালুকতে খেলা অভিজ্ঞতা রয়েছে দলের বেশ কিছু ফুটবলারের, ফলে দ্রুতই মানিয়ে নিতে পারবেন বলে মনে করছে কোচিং স্টাফরা।

ম্যানচেস্টারে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ছুঁয়ে ইতিহাস গিলের

ম্যানচেস্টার, ২৭ জুলাইঃ ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক শুভমান গিল তার অসাধারণ ব্যাটিং ফর্ম অব্যাহত রেখে কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যানের একটি ৮৭ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে গিল তাঁর চতুর্থ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি রিপাব্লিক টেস্ট সিরিজে সফরকারী অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন। ব্র্যাডম্যান ১৯৬৮ সালের অ্যাশেজ সিরিজে চারটি সেঞ্চুরি করেছিলেন, এবং গিল এখন এই কীর্তিতে তাঁকে ছাড়িয়ে গিয়ে এককভাবে শীর্ষে অবস্থান করছেন। এই অসাধারণ অর্জন গিলের নেতৃত্ব এবং ব্যাটিং দক্ষতার প্রমাণ বহন করে, যিনি মাত্র ২৫ বছর বয়সে ভারতীয় ক্রিকেটে এক নতুন যুগের সূচনা করছেন। চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিনে ভারত যখন জয়সাল এবং সাই সুদর্শন এর উইকেট প্রথম ওভারেই হারিয়ে শূন্য রানে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছিল, তখন গিল তাঁর অধিনায়কোচিত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দলের হাল ধরেন এবং কেএল রাহুলের সঙ্গে মিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়ে তোলেন। পঞ্চম দিনে তিনি তাঁর অপরাধিত ৭৮ রান থেকে শুরু করে একটি দুর্দান্ত সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন, যা তিনি পয়েন্টের দিকে একটি ক্রিস্প কাট শটের মাধ্যমে অর্জন করেন। এই ইনিংসে তিনি কোনো উৎসবমুখর উদযাপন করেনি, কেবল ড্রেসিংরুমের দিকে একটি দৃষ্টি এবং ব্যাটের একটি টোকা দিয়ে নিজের কাজ অব্যাহত রাখেন। এই সেঞ্চুরি তাঁর সিরিজের চতুর্থ সেঞ্চুরি, যা তাঁকে ডন ব্র্যাডম্যান, সুনীল গাভাসকর এবং বিরাট কোহলির মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে একই তালিকায় নিয়ে এসেছে। গিল এখন একমাত্র তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে একটি টেস্ট সিরিজে চারটি সেঞ্চুরি করেছেন, গাভাসকর (১৯৭১, ১৯৭৮-৭৯) এবং কোহলি (২০১৪-১৫) এর পরে। গিলের এই সিরিজে



ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। তিনি বিরাট কোহলির ২৫৪ রানের রেকর্ড ভেঙে ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ড গড়েছেন এবং সচিন তেন্ডুলকরের ২৪১ রানের রেকর্ড ভেঙে এশিয়ার বাইরে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সর্বোচ্চ রানের মালিক হয়েছেন। গিল এই সিরিজে আরও কয়েকটি রেকর্ডের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন। তিনি ডন ব্র্যাডম্যানের ১৯৬৬-৬৭ অ্যাশেজ অধিনায়ক হিসেবে ৮১০ রানের রেকর্ড থেকে মাত্র ২২৫ রান দূরে। এছাড়া, তিনি সুনীল গাভাসকরের ১৯৭৮-৭৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৭৩২ রানের ভারতীয় অধিনায়কের রেকর্ড থেকে ১৮৮ রান

দূরে। ব্র্যাডম্যানের ১৯৬০ সালের অ্যাশেজে ৯৭৪ রানের সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড ভাঙতে গিলের প্রয়োজন ৩৯০ রান, যা তিনটি টেস্ট বাকি থাকায় অসম্ভব নয়। গিলের এই অর্জন তাঁকে ক্রিকেট ইতিহাসের একটি বিশেষ স্থানে নিয়ে গেছে। তিনি টেস্ট

সমালোচনা হিচ্ছিল, বিশেষ করে তাঁর বিল্ডিং স্থাপন এবং বোলিং পরিবর্তন নিয়ে। কিন্তু গিল ব্যাট হাতে উত্তর দিয়েছেন, একটি স্থিতিশীল এবং দৃঢ় ইনিংস খেলে ভারতকে ম্যাচে রেখেছেন। তাঁর এই ইনিংসে নিয়ন্ত্রণ ছিল অসাধারণ, যেখানে তিনি মাত্র ৯৩.২৮ কন্ট্রোল পারসেন্টেজ নিয়ে খেলেছেন, যা ইংল্যান্ডে সাম্প্রতিক সময়ে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রিত ইনিংসগুলির মধ্যে একটি। ২৫ বছর বয়সী গিল তাঁর প্রথম টেস্ট সিরিজে অধিনায়ক হিসেবে এমন অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। তিনি কেবল ব্র্যাডম্যানের রেকর্ডই ভাঙেননি, বরং বিরাট কোহলির ২০১৪-১৫ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ৬৯২ রানের রেকর্ড ভেঙে সিএনএ দেশগুলিতে একটি সিরিজে সর্বাধিক রানের ভারতীয় ব্যাটার হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে ৬৯৭ রান সংগ্রহ করেছেন এবং এখনও দুটি ইনিংস বাকি রয়েছে। গিলের এই পারফরম্যান্স ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। সামাজিক মাধ্যমে ভক্তরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অনেকে বলছেন, গিল শুধু রেকর্ডই ভাঙছেন না, তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ গড়ছেন। তাঁর এই ফর্ম অব্যাহত থাকলে, তিনি ক্লাইড ওয়ালকটের ১৯৫৫ সালে পাঁচটি সেঞ্চুরির রেকর্ডের সঙ্গে সমান হতে পারেন, যা এখনও একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরির রেকর্ড। শুভমান গিলের এই অসাধারণ পারফরম্যান্স তাঁকে ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছে। তিনি কেবল ডন ব্র্যাডম্যানের মতো কিংবদন্তির রেকর্ড ভেঙেছেন, বরং তাঁর নেতৃত্ব এবং ব্যাটিং দক্ষতার মাধ্যমে ভারতীয় ক্রিকেটের এক নতুন অধ্যায় লিখছেন। সিরিজের বাকি ম্যাচগুলিতে তিনি আরও কী কী রেকর্ড ভাঙবেন, তা দেখার জন্য ক্রিকেট বিশ্ব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। গিলের এই যাত্রা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক।

গম্ভীরের খবরদারিতে তিতিবিরক্ত সুনীল গাভাসকর, ‘জবাবদিহি অধিনায়কের, সিদ্ধান্তও তাঁরই হওয়া উচিত!’

ম্যানচেস্টার, ২৭ জুলাইঃ ইংল্যান্ড সিরিজে প্রতি ম্যাচেই একাদশে বদল আনতে হয়েছে। কখনও বাধ্য হয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট, আবার কখনও বিকল্প ভেবে দেখেনি। ম্যানচেস্টার টেস্টের কথাই ধরা যাক। পেস বোলিং অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডি সিরিজ থেকে ছিটকে যান। পরিবর্তে অংশুল কনোজকে স্কোয়াডে আনা হয়। আকাশ দীপ, অর্শদীপকে না পাওয়ায় বোলিংয়ে রাখা হয় অংশুলকেই। ব্যাটিং গভীরতা ব্যাড়াতে নীতীশের পরিবর্তে একাদশে আনা হয় শার্দূল ঠাকুরকে। এই একাদশ বাছাই নিয়ে নানা প্রশ্নই

উঠছে। ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকরও প্রশ্ন তুলছেন একাদশ নিয়ে। শার্দূল ঠাকুর এই সিরিজে দুটি টেস্ট খেলেছেন। দীর্ঘ সময় পর টেস্ট স্কোয়াডে ফিরেছিলেন। কিন্তু সেই অর্থে ছাপ ফেলতে পারেননি। অথচ স্কোয়াডে কুলদীপ যাদবের মতো চায়নাম্যান স্পিনার থাকলেও তাঁকে এক ম্যাচেও সুযোগ দেওয়া হয়নি। কুলদীপকে খেলানো হলে বোলিংয়ে বৈচিত্র্য বাড়ত। টেস্টে সীমিত সুযোগে তাঁর পারফরম্যান্সও ভালো। সবচেয়ে বড় কথা, ট্রাডিশনাল স্পিনারের বাইরে খেলানো হলে প্রতিপক্ষ ব্যাটাররা চাপে পড়ত

বাধ্য। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এই বিতর্কে বলেছেন, “দিনের শেষে দলটা ক্যাপ্টেনেরই। তবে আমরা এটা বলতে পারিনি, ও চায়নি। হতেই পারে শুভমন কুলদীপকেই খেলাতে চেয়েছিল শার্দূলকে নয়।” জো রুটের বিরুদ্ধে কুলদীপের ট্র্যাকরেকর্ড খুবই ভালো। সেই জো রুটই কিন্তু কেরিয়ারের ৬৮তম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন। ম্যানচেস্টারে তাঁর ১৫০ এবং বেন স্টোকসের ১৪১ রানের সৌজন্যেই ৬৬৯ রানের বিশাল স্কোর ইংল্যান্ডের। বিশ্বকাপ ফাইনালের পরে কোচ হিসাবে গম্ভীরকে নিয়োগ করে বোর্ড এক নতুন যুগের সূচনা



করেছিল। কিন্তু পরপর কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত, কিছু চমকপ্রদ বাদ পড়া বা টিম কম্বিনেশনের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে-গম্ভীর কি গিলের ঘাড়ে নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছা চাপিয়ে দিচ্ছেন? এখানে

গাভাসকরের বার্তা বেশ স্পষ্ট-জেতো বা হারো, মুম্বৈমুখি দাঁড়াতে হবে গিলকেই। তাহলে তাঁকেই ক্ষমতা দাও। দলটা তাঁর হাতে তুলে দাও। কোচ হোক সহায়ক। তিনি নিয়ন্ত্রক হতে পারেন না!

নিষেধাজ্ঞায় খেলতে পারেননি মেসি, খেপেছেন কোচ, ড্র ইন্টার মায়ামির

মায়ামি, ২৭ জুলাইঃ লিওনেল মেসি আজও ইন্টার মায়ামির ঘরের মাঠে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। তবে খেলোয়াড় হিসেবে নয়। সিনসিনাটির বিপক্ষে মেসিকে থাকতে হয়েছে দর্শক হিসেবে। গ্যালারিতে বসে গেলেন ড্র করা দেখতে হয়েছে তাঁকে। মেসি ও জর্ডি আলবা আজ খেলতে পারেননি অল স্টার ম্যাচে না খেলে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ায়। মেজর



লিগ সকারের (এমএলএস) এমন সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছেন ইন্টার মায়ামির কোচ হারিদের মাতেরনো। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, এটি আ্যওয়ে ম্যাচ হলে এমএলএস কর্তৃপক্ষ একই সিদ্ধান্ত নিতে পারত কি না। গত ৬০ এপ্রিল থেকে মায়ামির প্রতিটি ম্যাচেই ৯০ মিনিট করে খেলেছেন ৬৮ বছর বয়সী মেসি। গত ১৪ জুন থেকে খেলেছেন ৯ ম্যাচ, এর মধ্যে ৪টি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে। বর্ষশেষ গত ২৭ এপ্রিল মায়ামির ম্যাচে মেসিকে দেখা যায়নি। এর পর থেকে ক্লাবের কোনো ম্যাচ মিস করেননি আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। এ ছাড়া অল স্টার ম্যাচে

খেলার কথা ছিল মেসি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি। এমএলএসের নিয়ম অনুযায়ী, অল স্টার ম্যাচে লিগ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেউ অংশ না নিলে পরবর্তী ম্যাচে তাঁকে খেলতে দেওয়া হয় না। সে নিয়মেই মার্চের বাইরে থাকতে হয়েছে মেসিকে। একই কারণে আলবাকেও। তবে এমন নিয়মে খুবই বিরক্ত মাতেরনো। ঘরের মাঠে আজ সিনসিনাটির সঙ্গে



গোলশূন্য ড্রয়ের পর এই আর্জেন্টাইন বলেছেন, “আমি এখানে লিগের সমালোচনা করতে আসিনি বা নিয়ম বদলাতে চাই না। তবে এই ঘটনা নিয়ে আমার একটি মতামত আছে। আমি এমন সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না, একদমই না। তবু আমরা মেনে নিয়েছি। তবে আমার একটি প্রশ্ন, আজকের ম্যাচটা যদি আ্যওয়ে হতো (সিনসিনাটির মাঠে), তাহলেও কি লিও খেলতে পারত না? কারণ, যখন স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শক থেকে টাকা আসে, তখন তো কেউ কিছু বলে না, তাই না? আসল বিষয় হলো, আজকের ম্যাচটা ছিল হোমে। এটা আপনাদের বিবেচনায়

ছেড়ে দিলাম।” অল স্টার ম্যাচের আগে এমএলএস কমিশনার ডন গারবার স্বীকার করেছিলেন যে ইন্টার মায়ামি টানা ম্যাচ খেলে ক্লান্ত তারা কিংবা ক্লাব বিশ্বকাপে চারটি ম্যাচ খেলেছে এবং আলবা ১৯ জুলাই নিউইয়র্ক রেড বুলসের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পান। তবে এসব জ্ঞানার পরও এই দুজনকে নিষিদ্ধ করে এমএলএস কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে বেজায় চটেছেন



মাতেরনো, “আজ একটা কিছু বলা হয়, পরের দিন সম্পূর্ণ উন্মোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটাই আমার কাছে অস্বস্তি লাগে। আমরা সবাই শুনেছি, বলা হয়েছিল মেসি কেন খেলেনি। সেটা বোঝাই যাচ্ছে কারণ, সে অনেকগুলো ম্যাচ খেলেছে। আমরা কখনোই অন্যভাবে বিষয়টিকে দেখার অনুরোধ করিনি।” ইন্টার মায়ামির সহমালিক জর্জে মাসের অবস্থানও এই শাস্তির বিপক্ষে। মেসি ও আলবার শান্তি হওয়ার পরই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন তিনি। সেখানে তিনি বলেন, “অবশ্যই এটা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছিল না। তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করতে চায়, খেলতে চায়। এ জন্যই তারা এখানে এসেছে খেলার এবং জিতবার। প্রদর্শনী ম্যাচে না খেলার জন্য কেন তাদের সরাসরি নিষিদ্ধ করা হবে। এটা নিয়ম হলেও তাদের বোধগম্য নয়।” আজ ম্যাচ শুরুর আগে মায়ামিতে সদ্য নাম লেখানো রদ্রিগো দি পলকে ক্লাবের পক্ষ থেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বকাপজয়ী এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের



সঙ্গে মেসির বোঝাপড়া দারুণ। দলের নতুন খেলোয়াড়কে নিয়ে মাতেরনো বলেছেন, “রদ্রিগো দি পলকে দলে নেওয়া আরেকটি ঐতিহাসিক চুক্তি। সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, বয়স ৩১, খেলোয়াড়ি জীবনের চোরা সময় পার করছে। এই লিগকে অনেক সময় ছোট করে দেখা হয়। তারপরও ক্লাব বিনিয়োগ করছে, উন্নতির চেষ্টা করছে। আমি আশাবাদী, সে আমাদের অনেক সাহায্য করবে। আমরা তার জন্য শুভকামনা জানাই।” ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোরে লিগস কাপের ম্যাচে মেসিকের ক্লাব আতলাসের বিপক্ষে খেলবে ইন্টার মায়ামি।

বুকিং চলছে

গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া

9875658238 / 8820071827 / 8334826975